আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক পুস্তিকা

INTERNATIONAL LEASING AND FINANCIAL SERVICES LIMITED
A Financial Institution that Cares

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকা

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জারিকৃত আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত।

ডিসক্লেইমার

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার আলোকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সুনির্দিষ্ট আর্থিক পণ্য বা সেবাকে প্রভাবিত করা নয়, সহজবোধ্য ভাষায় জনগণের মাঝে ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়াদির ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। এই পুস্তিকায় প্রচলিত আর্থিক পণ্য ও সেবার বিষয়ে ধারণাপাত করা হয়েছে মাত্র, কোনো বিষয়কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

কপিরাইট

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রথম সংস্করণ: মার্চ ২০২২
উৎস স্বীকারের শর্তে প্রতিলিপিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনোরূপ আপত্তি থাকবে না।

বাণী

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বিধায় বিশ্বব্যাংক, G-20, ASEAN, ESCAP থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের মূল এজেন্ডায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংযুক্ত করেছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের (SDGs) আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল আর্থিক সেবাসমূহের বহুমুখীকরণ ও ব্যয়সাশ্রয়ী বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রেক্ষিতে দেশের আপামর জনগোষ্ঠী তথা আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নারী উদ্যোক্তা, কটেজ, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী, গার্মেন্টস্ শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মী, নিম্নআয়ের পেশাজীবী, স্কুল শিক্ষার্থী, পথশিশু, প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সবধরণের জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে নানাবিধ নীতি প্রণয়ন করে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

আপামর জনসাধারণের মাঝে আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা না গেলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে স্কুল শিক্ষার্থী, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নানাবিধ আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক একটি পুস্তিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। এ পুস্তিকায় প্রাথমিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ প্রবাসী শ্রমজীবীদের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তার ক্ষমতায়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংক শীঘ্রই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র ওয়েবপোর্টালও চালু করতে যাচ্ছে। এতে অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট, আর্থিক ডায়েরি, আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক এনিমেটেড ভিডিও এবং বিভিন্ন আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হবে যা সর্বসাধারণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (২০২১-২০২৬) বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব হবে তেমনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসার নতুন নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই পুস্তিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকর্মীদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

জয়বাংলা।

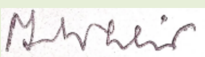

(ফজলে কবির)
গভর্নর

বাণী

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা ও পণ্য সম্পর্কে অবহিত করা ও তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। উক্ত আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার আওতায় আর্থিক সাক্ষরতা সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিপালনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা তথা আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি মডেল আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকাও প্রদান করছে। আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার আলোকে এই পুস্তিকায় প্রাথমিকভাবে কৃষক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী, শিক্ষার্থী, কটেজ/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা খুচরা ব্যবসায়ী, অনিবাসী/প্রবাসী শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পন্থা ও আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে বা কোনো অভিযোগ থাকলে তা নিষ্পত্তি করার উপায় সম্পর্কেও জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

এই পুস্তিকাটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাদের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই পুস্তিকার আলোকে বা এর পরিসর আরও বৃদ্ধি করে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক ভিন্নতর পুস্তিকাও প্রণয়ন করতে পারবে যেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য আর্থিক সেবা বা পণ্য সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর্থিক পণ্য/সেবা সংক্রান্ত গুনগত তথ্য জনসাধারণকে প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাকে এ বিষয়ক নীতি-প্রবিধি সম্পর্কে সর্বদা হালনাগাদ থাকতে হবে এবং সে মোতাবেক জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকিং পণ্য/সেবা সম্পর্কে যথাসম্ভব সাধারণ তথ্যাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পণ্য/সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পণ্য/সেবার ব্যাপক চাহিদা তৈরী করাও সম্ভব হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনগণের মাঝে ব্যাংকিং ও আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেয়া হলে তারা একদিকে যেমন আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে নতুন নতুন আর্থিক পণ্য/সেবা গ্রহণে আগ্রহী হবে তেমনি বাংলাদেশের সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও তা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

এই পুস্তিকা প্রণয়নে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর প্রতি আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইলো।

জয়বাংলা।

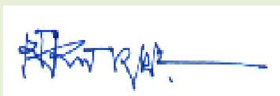

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
ডেপুটি গভর্নর

আলোচ্যসূচি

অধ্যায় ১: আর্থিক পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ব্যাংকিং এবং ঋণ/বিনিয়োগ।

অধ্যায় ২: আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা

অধ্যায় ৩: অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

অধ্যায় ৪: মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল।

অধ্যায় ৫: আর্থিক সেবা বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: আর্থিক পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ব্যাংকিং, ঋণ/বিনিয়োগ ১২

১.১. আর্থিক পরিকল্পনা ১২
১.১.১. আর্থিক পরিকল্পনা কী? ১২
১.১.২. আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন? ১২
১.১.৩. সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কিভাবে করা যায়? ১২
১.১.৪. বাজেট কী? ১২
১.১.৫. ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া কী? ১৩
১.১.৬. আর্থিক ডায়েরি কী? ১৩
১.১.৭. আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ১৩

১.২. সঞ্চয় ১৩
১.২.১. সঞ্চয় কী? ১৩
১.২.২. সঞ্চয় কেন করা প্রয়োজন? ১৩
১.২.৩. সঞ্চয় কিভাবে করা যায়? ১৪
১.২.৪. সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ/লাভজনক স্থান কোথায়? ১৪
১.২.৫. সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়? ১৫

১.৩. ব্যাংকিং ১৫
১.৩.১. ব্যাংক হিসাব ১৫
১.৩.১.১. ব্যাংক হিসাব কি? ১৫
১.৩.১.২. সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে? ১৫
১.৩.১.৩. ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কী? ১৬
১.৩.১.৪. ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়? ১৬
১.৩.১.৫. কী কী ধরণের হিসাব খোলা যায়? ১৭
১.৩.১.৬. নমিনি কে? নমিনি কিভাবে করতে হয়? ১৮
১.৩.১.৭. নাবালক কে কি নমিনি করা যাবে? ১৮
১.৩.১.৮. কেওয়াইসি (KYC) কী ১৮
১.৩.১.৯. ই-কেওয়াইসি (e-KYC) কী? ১৮
১.৩.১.১০. ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাবে? ১৮
১.৩.১.১১. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে খরচ হয় কি? ১৯
১.৩.২. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব) ১৯
১.৩.২.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব) কী? ১৯
১.৩.২.২. কারা ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে? ১৯
১.৩.২.৩. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী ডকুমেন্ট/কাগজপত্র প্রয়োজন হয়? ১৯
১.৩.২.৪. নো-ফ্রিল হিসাব পরিচালনা করার উপায় কী? ২০
১.৩.২.৫. এই হিসাব খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে? ২০
১.৩.২.৬. কোথায় ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে? ২০
১.৩.৩. এজেন্ট ব্যাংকিং ২০
১.৩.৩.১. এজেন্ট ব্যাংকিং কী? ২০
১.৩.৩.২. এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যায় কিভাবে? ২০
১.৩.৩.৩. এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব খোলা ও পরিচালনা কতটা নিরাপদ? ২০
১.৩.৩.৪. এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে ২১
১.৩.৩.৫. ব্যাংকের উপশাখা আর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট কি এক? ২১
১.৩.৩.৬. ব্যাংকের উপশাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে লেনদেন করা নিরাপদ? .. ২১

১.৪. ঋণ/বিনিয়োগ ২১
১.৪.১. ব্যাংক ঋণ ২১
১.৪.১.১. ঋণ কী? ২১
১.৪.১.২. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ গ্রহণ করা যায়? ২১
১.৪.১.৩. ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত? ২১
১.৪.১.৪. কী ধরণের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন? ২২
১.৪.১.৫. কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম? ২২
১.৪.১.৬. ব্যাংক থেকে ঋণ কিভাবে পাওয়া যায়? ২২
১.৪.১.৭. ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার খরচ কী ? ২২
১.৪.১.৮. ঋণের জন্য কোনো জামানত/বন্ধক দিতে হয় কী? ২২
১.৪.১.৯. সময়মত ঋণ পরিশোধ না করলে অসুবিধা কী? ২৩
১.৪.১.১০. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ শোধ না করলে কী সমস্যা হতে পারে? ২৩
১.৪.২. বিনিয়োগ ২৩
১.৪.২.১. বিনিয়োগ কী? ২৩
১.৪.২.২. কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিহীন আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী? ২৪
১.৪.২.৩. সঞ্চয়পত্র ২৪
১.৪.২.৩.১. ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ২৪
১.৪.২.৩.২. পরিবার সঞ্চয়পত্র ২৪
১.৪.২.৩.৩. ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ২৫
১.৪.২.৩.৪. পেনশনার সঞ্চয়পত্র ২৫
১.৪.২.৩.৫. সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সাধারণত কী কী ডকুমেন্ট এর প্রয়োজন হয়? ২৬
১.৪.২.৩.৬. সঞ্চয়পত্রের মালিকের মৃত্যুতে সঞ্চয়পত্রের অর্থ নগদায়নে নমিনির করণীয় কী? ২৬
১.৪.২.৩.৭. সঞ্চয়পত্র কোথা থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যাবে? ২৬
১.৪.২.৩.৮. সঞ্চয়পত্র কী নগদ অর্থে ক্রয় করা যাবে? ২৬
১.৪.২.৩.৯. সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বা মূল অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা যাবে? ২৬
১.৪.২.৪. বন্ড ২৬
১.৪.২.৪.১. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ২৬
১.৪.২.৪.২. ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ২৭
১.৪.২.৪.৩. ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ২৮
১.৪.২.৪.৪. বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ২৮
১.৪.২.৪.৫. বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল ২৯
১.৪.২.৪.৬. বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ২৯
১.৪.২.৪.৭. বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক ৩০

অধ্যায়-২: আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা ৩১

২.১. প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা/পণ্য ৩১
২.১.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য ঋণ সুবিধা ৩১
২.১.১.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য বিশেষ কী ঋণ সুবিধা আছে? ৩১
২.১.১.২. ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে? ৩১
২.১.১.৩. এ ঋণের সুদ/মুনাফার হার কত? ৩১
২.১.১.৪. এ ঋণ পেতে কী কী কাগজ প্রয়োজন হয়? ৩১
২.১.১.৫. ব্যাংক যদি ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায় বা গড়িমসি করে তবে করণীয় কী? ৩১
২.১.২. ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর অর্থায়নে আর কী ঋণ সুবিধা আছে? ৩১
২.১.২.১. ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ৩১
২.১.২.২. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় কারা ঋণ পাবার যোগ্য? ৩২
২.১.২.৩. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ঋণ/আগাম প্রদান করে থাকে? ৩২

২.১.২.৪. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় প্রদত্ত ঋণ/আগামের সুদ/মুনাফার হার/ফি/চার্জ/খরচ কত? ৩২
২.১.২.৫. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/আগামের পরিমাণ কত? ... ৩২
২.১.২.৬. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ/আগাম গ্রহণ করতে কী কী কাগজের প্রয়োজন হয়? ৩২

২.২. কৃষি ঋণ ৩৩
২.২.১. কারা কৃষি ঋণ পাবার যোগ্য? ৩৩
২.২.২. কোন কোন খাত/উপখাত কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত? ৩৩
২.২.৩. কৃষি ঋণ এর সুদ/মুনাফার হার কত? ৩৩
২.২.৪. কৃষি ঋণ পেতে আবেদন করার প্রক্রিয়া বা ফি/চার্জ কত? ৩৩
২.২.৫. কোথায় গেলে এ ধরণের কৃষি/পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে? ৩৪
২.২.৬. কৃষি ঋণ পেতে হয়রানির শিকার হলে করণীয় কী? ৩৪
২.২.৭. কৃষি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য ৩৪

২.৩. শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং ৩৫
২.৩.১. স্কুল ব্যাংকিং কি? ৩৫
২.৩.২. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব কারা খুলতে পারবে? ৩৫
২.৩.৩. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন? ৩৫
২.৩.৪. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে? ৩৫
২.৩.৫. স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য ঋণ সুবিধা কি আছে? ৩৫

২.৪. কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (CMSME) জন্য আর্থিক সেবা ৩৬
২.৪.১. CMSME শব্দের অর্থ কি? ৩৬
২.৪.২. CMSME ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত? ৩৬
২.৪.৩. CMSME ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত কি কি কাগজপত্র চেয়ে থাকে? ৩৬
২.৪.৪. CMSME ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়? ৩৬
২.৪.৫. এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোন কর রেয়াত (Tax rebate) পাবেন? ৩৭
২.৪.৬. একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণ যোগ্যতাসমূহ কি কি? ৩৭
২.৪.৭. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কি কোনো সিএমএসএমই ঋণ দেয়া হয়? ৩৭
২.৪.৮. সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংককে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে? ৩৭

২.৫. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা ৩৮
২.৫.১. নারী উদ্যোক্তা কারা ? ৩৮
২.৫.২. ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয় কি? ৩৮
২.৫.৩. নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণের সুদের হার কত? ৩৮
২.৫.৪. নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়? ৩৮
২.৫.৫. নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সেবা/পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি? . ৩৮
২.৫.৬. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন বিশেষ ডেস্ক আছে কি? ৩৯
২.৫.৭. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কী কী আর্থিক সুবিধা/ঋণের ব্যবস্থা আছে? ৩৯

২.৬. শ্রমজীবী প্রবাসী /অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ৪০
২.৬.১. প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন? ৪০
২.৬.২. বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি? ৪০
২.৬.৩. বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী? ৪০
২.৬.৪. বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা? ৪০
২.৬.৫. কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন? ৪০
২.৬.৬. বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তিগত ভ্রমণ খাতে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন? ৪০
২.৬.৭. বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি? ৪১
২.৬.৮. অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের ‘টাকা একাউন্টে’ বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি? ৪১

২.৬.৯. বিদেশ থেকে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে রাখা যায় কী? ৪১
২.৬.১০. বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়? ৪১
২.৬.১১. বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি? ৪১
২.৬.১২. নগদ নোট আকারে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়যোগ্য/উত্তোলনযোগ্য অংকের পরিমাণ/সীমা কত? ৪২
২.৬.১৩. স্থানীয় উৎসের তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় কি? ৪২
২.৬.১৪. প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন? ৪২
২.৬.১৫. কোন্ কোন্ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড (ক্রেডিট/ডেবিট/প্রি-পেইড) ব্যবহার করা যায়? ৪২
২.৬.১৬. বিদেশগামীরা বাংলাদেশ ত্যাগ কালে এবং বিদেশ থেকে আগতরা বাংলাদেশে আসার সময় কী পরিমাণ বাংলাদেশী টাকা সঙ্গে রাখতে পারেন? ৪৩
২.৬.১৭. বাংলাদেশে আগত অনিবাসী নাগরিকের সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি? ৪৩
২.৬.১৮. বিদেশে অভিবাসন আবেদনের ফি ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি? ৪৩
২.৬.১৯. বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি? ৪৩
২.৬.২০. বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত কি? ৪৩
২.৬.২১. বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি? ৪৩
২.৬.২২. বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কি? ৪৪
২.৬.২৩. আরও তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ৪৪

অধ্যায়-৩: অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৪৫

৩.১. অনুমোদিত ব্যাংক ৪৫
৩.১.১. বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলি? ৪৫

৩.২. অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৪৫
৩.২.১. ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক? ৪৫
৩.২.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি? ৪৫
৩.২.৩. বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলি? ৪৫
৩.২.৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক এর কার্যক্রমের পার্থক্য কি? ৪৫
৩.২.৫. এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কি ধরণের আর্থিক সেবা পাওয়া যাবে? ৪৫

৩.৩. অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ৪৬
৩.৩.১. বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি? ৪৬
৩.৩.২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সেবা গ্রহণ করা নিরাপদ? ৪৬

অধ্যায়-৪: মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল ৪৭

৪.১. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ৪৭
৪.১.১. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস একাউন্ট) হিসাব কী? ৪৭
৪.১.২. এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়? ৪৭
৪.১.৩. এমএফএস একাউন্ট কিভাবে খোলা যায়? ৪৭
৪.১.৪. একজন ব্যক্তি কী একাধিক এমএফএস একাউন্ট খুলতে পারেন? ৪৭
৪.১.৫. কারা এই সেবা পেতে পারেন? ৪৭
৪.১.৬. কোন প্রতিষ্ঠানগুলি এমএফএস সেবা দিচ্ছে? ৪৭
৪.১.৭. এমএফএস একাউন্টে লেনদেনের জন্য কি স্মার্টফোন দরকার হয়? ৪৭
৪.১.৮. এমএফএস এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়? ৪৭
৪.১.৯. পার্সোনাল আইডেন্টেফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী? ৪৮
৪.১.১০. মার্চেন্ট হিসাব কী? ৪৮

৪.১.১১. ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাব কী? ৪৮
৪.১.১২. ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাবধারীগণ কি নিজ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সাধারণ মোবাইল হিসাব খুলতে/চালু রাখতে পারবেন? ৪৮
৪.১.১৩. এমএফএস হিসাব এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী কী? ৪৮
৪.১.১৪. এমএফএস একাউন্টে কি বিদেশ হতে আসা রেমিটেন্সের অর্থ জমা করা যায়? ৪৯
৪.১.১৫. একজন গ্রাহক এমএফএস হিসাবে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন? ৪৯
৪.১.১৬. এমএফএস সেবার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকলে গ্রাহক কোথায় যোগাযোগ করবে? ৪৯

৪.২. ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল ৪৯
৪.২.১. Bangladesh Automated Cheque Processing System (BACPS) ৪৯
৪.২.১.১. BACH কী? ৪৯
৪.২.১.২. চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য গ্রাহককে কোন চার্জ পরিশোধ করতে হয় কি? ৪৯
৪.২.১.৩. High Value (HV) এবং Regular Value (RV) চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? ৫০
৪.২.১.৪. Regular Value ক্লিয়ারিং কী? ৫০
৪.২.১.৫. High Value ক্লিয়ারিং কি? ৫০
৪.২.১.৬. MICR চেক কী? ৫০
৪.২.১.৭. ক্লিয়ারিং হাউসে কি MICR চেক ছাড়া অন্য কোন চেক গ্রহণ করা হয়? ৫০
৪.২.১.৮. গ্রাহক সম্মতি (Positive pay) কী? ৫০
৪.২.১.৯. কী কী কারণে চেক ফেরত দেয়া হয়? ৫১
৪.২.১.১০. চেক জালিয়াতির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত বলে প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী? ৫১
৪.২.২. Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) ৫১
৪.২.১.১১. BEFTN কী? ৫১
৪.২.১.১২. ইএফটি এর উপকারিতা/সুবিধাসমূহ কী? ৫১
৪.২.১.১৩. BEFTN এর মাধ্যমে কোন কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়? ৫১
৪.২.১.১৪. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনের পদ্ধতি কী? ৫১
৪.২.১.১৫. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে নির্দেশ প্রদানের উপায় কী? ৫২
৪.২.১.১৬. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে কী পরিমান সময় লাগে? ৫২
৪.২.১.১৭. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে কি কোন চার্জ দিতে হয়? ৫২
৪.২.১.১৮. কতগুলো ব্যাংক BEFTN এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সেবা দিচ্ছে? ৫২
৪.২.১.১৯. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে সমস্যা হলে গ্রাহক কোথায় এর প্রতিকার পাবেন? ৫২
৪.২.৩. National Payment Switch Bangladesh (NPSB) ৫২
৪.২.৩.১. NPSB কী? ৫২
৪.২.৩.২. ইন্টার-অপারেবল ATM কী? ৫২
৪.২.৩.৩. নিজ ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ কত? ৫৩
৪.২.৩.৪. অন্য ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ কত? ৫৩
৪.২.৩.৫. ATM-এ সর্বোচ্চ কত টাকা উঠানো যায়? ৫৩
৪.২.৩.৬. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল ATM লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে? ৫৩
৪.২.৩.৭. ইন্টার-অপারেবল POS কী? ৫৩
৪.২.৩.৮. POS লেনদেনে কি গ্রাহককে কোন চার্জ দিতে হয়? ৫৩
৪.২.৩.৯. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল POS লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে? ৫৩
৪.২.৩.১০. IBFT কি? এর সুবিধা কী? ৫৩
৪.২.৩.১১. IBFT লেনদেনে সর্বোচ্চ কত টাকা পাঠানো যায়? ৫৩
৪.২.৩.১২. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল IBFT লেনদেনে যুক্ত রয়েছে? ৫৪
৪.২.৩.১৩. পেমেন্ট কার্ড কী? ৫৪
৪.২.৩.১৪. পেমেন্ট কার্ড কত প্রকার ও কী কী? ৫৪
৪.২.৩.১৫. ক্রেডিট কার্ড কী? ৫৪
৪.২.৩.১৬. ডেবিট কার্ড কী? ৫৪

৪.২.৩.১৭. প্রিপেইড কার্ড কী?..৫৪
৪.২.৩.১৮. Dual Currency কার্ড কী? ৫৪
৪.২.৩.১৯. কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট কি?..৫৪
৪.২.৩.২০. কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট এর লেনদেনের সীমা কত?..৫৪
৪.২.৩.২১. CNP লেনদেন কি?..৫৫
৪.২.৩.২২. QR-কোড ভিত্তিক পেমেন্ট কী?...৫৫
৪.২.৩.২৩. QR-কোড কত প্রকার ও কী কী?...৫৫
৪.২.৩.২৪. Static QR কী?...৫৫
৪.২.৩.২৫. Dynamic QR কী?..৫৫
৪.২.৩.২৬. Bangla QR কী? ৫৫
৪.২.৪. Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)...........৫৫
৪.২.৪.১. ব্যাংক ও MFS ছাড়া আর কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে?...........................৫৫
৪.২.৪.২. PSO কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?...৫৫
৪.২.৪.৩. PSO ব্যবসায় পরিচালনার পূর্বশর্ত কী?...৫৫
৪.২.৪.৪. বাংলাদেশে PSO হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা? ৫৬
৪.২.৪.৫. PSP কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে? ৫৬
৪.২.৪.৬. PSP ব্যবসা পরিচালনার পূর্বশর্ত কী? ৫৬
৪.২.৪.৭. বাংলাদেশে PSP ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা?...৫৬
৪.২.৪.৮. কিভাবে PSP এবং PSO লাইসেন্স পাওয়া যায়? ৫৬
৪.২.৫. Real Time Gross Settlement (RTGS) ৫৬
৪.২.৫.১. BD-RTGS সিস্টেম কী?...৫৬
৪.২.৫.২. BD-RTGS সিস্টেমে কী কী ব্যাংকিং সুবিধা আছে? ৫৬
৪.২.৫.৩. বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক হতে BD-RTGS এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সম্ভব?..........................৫৬
৪.২.৫.৪. BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত টাকা লেনদেন করতে পারেন? ৫৭
৪.২.৫.৫. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে সর্বোচ্চ চার্জ কত? ৫৭
৪.২.৫.৬. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর সময়সীমা কী?...৫৭
৪.২.৫.৭. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর পদ্ধতি কী?..৫৭
৪.২.৫.৮. টাকা পাঠানোর জন্য গ্রাহক কী কী তথ্য প্রদান করবেন?..৫৭
৪.২.৫.৯. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে বিলম্ব হলে কিংবা ব্যর্থ হলে গ্রাহক কিভাবে এর সমাধান পাবেন? ৫৭

অধ্যায়-৫: আর্থিক সেবা বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন..৫৮

৫.১. আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া...৫৮
৫.১.১. ব্যাংকিং সেবা পেতে কোনো সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে করণীয় কী? ৫৮
৫.১.২. তফসিলি ব্যাংক এর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী?.........৫৮

৫.২. ভোক্তার ক্ষমতায়ন...৫৮
৫.২.১. আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা...৫৮
৫.২.২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ ৫৯

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার আলোকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিপালনে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাগণ এই পুস্তিকাটি সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।
- ✓ সরাসরি আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনার পূর্বে অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণা চালাতে হবে এবং সময় ও স্থান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যাবে। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ কোভিড-১৯ বা এ ধরণের অতিমারির কথা বিবেচনায় রেখে স্থানীয় প্রশাসনের বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✓ সরাসরি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীদের প্রতি যত্নশীল আচরণ ও তাদের অংশগ্রহণ নির্বিঘ্ন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ✓ অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক **আর্থিক সাক্ষরতা তথ্য ফরম** (এই পুস্তিকার **সংযুক্তি 'ক'** তে প্রদত্ত) সরবরাহ করতে হবে এবং তা পূরণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা সহায়তা প্রদান করতে হবে। অনুষ্ঠান শেষের আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে উক্ত পূরণকৃত ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত তথ্য সংকলনকরতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিতব্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করতে হবে।
- ✓ প্রতিটি আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের উপর সার্বিক মূল্যায়ন করে এ পুস্তিকার **সংযুক্তি 'খ'** অংশে প্রদত্ত মূল্যায়ন ফরম পূরণ করবেন। তৎপরবর্তীতে পূরণকৃত ফরম বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিতব্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচী প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করবেন।
- ✓ আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনাকারী কর্মকর্তাকে ব্যাংকিং বিষয়ের সাধারণ জিজ্ঞাস্য সম্পর্কে অবশ্যই হালনাগাদ থাকতে হবে। আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা তার নিজ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে এবং জনগণের চাহিদা বা প্রশ্নের আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ পুস্তিকার তথ্য/উপাত্তকে আরও সুসংহত করতে পারবেন। জনগণকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের স্বার্থে প্রয়োজনে বাস্তবসম্মত ও ইতিবাচক উদাহরণও তুলে ধরা যাবে।
- ✓ ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা গ্রহণে জনগণকে যথাসম্ভব উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সে মোতাবেক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তার পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে।
- ✓ প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভোক্তার অধিকার ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন বিষয়ে অবশ্যই জনগণকে অবহিত করতে হবে।
- ✓ এছাড়া, উপস্থিত জনতার বৈশিষ্ট্য (বয়স, পেশা, জেন্ডার ইত্যাদি) অনুসারে তাদের প্রযোজ্য আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কে ধারণাপাত করার বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে।
- ✓ আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি আয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন এর পূর্বানুমোদন (প্রযোজ্য হলে) গ্রহণকরতঃ স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্টজনদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। এছাড়া, আর্থিক সাক্ষরতা প্রদানে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এনজিও বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একত্রে কোনো আয়োজন (যেমন: উঠান বৈঠক) এ অংশগ্রহণ করেও আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যাবে।
- ✓ আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের ফলে নতুন নতুন গ্রাহক সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে বিবেচনায় আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তার কার্যক্রমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে স্ব-প্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- ✓ কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সুনির্দিষ্ট আর্থিক পণ্য বা সেবা সম্পর্কে আলোকপাত না করে বরং সাধারণভাবে আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রচলিত ব্যাংকিং পণ্য/সেবা সম্পর্কিত বিষয়াদির ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তবে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যদি সুনির্দিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পণ্য/সেবা সম্পর্কে আগ্রহী হন তবে অনুষ্ঠান সমাপনান্তে তাকে/তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য/সেবা দেয়া যেতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার সাথে এ পুস্তিকায় উল্লেখিত তথ্য বা ধারণার কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালাই প্রাধান্য পাবে।
- ✓ অনুষ্ঠান চলাকালে অনুষ্ঠানস্থলে (আলাদা ব্যবস্থায়) ব্যাংক হিসাব খোলা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্কিম সেবা গ্রহণের সুযোগ রাখা যাবে। তবে তা কোনোভাবেই যেন মূল অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্ত না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- ✓ দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিদর্শন করবে।

অধ্যায়-১: আর্থিক পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ব্যাংকিং, ঋণ/বিনিয়োগ

১.১. আর্থিক পরিকল্পনা

১.১.১. আর্থিক পরিকল্পনা কী?

সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত আকস্মিক ব্যয়কে বুঝি। যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

১.১.২. আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলতঃ আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে, ভবিষ্যতে ব্যয় কী হতে পারে, কোন কোন খাতে এ ব্যয় হতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে সঞ্চয়ের বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়। ভবিষ্যতে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কিভাবে মেটানো হবে, সে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকে। তাই নিরাপদ ভবিষ্যত এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.১.৩. সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কিভাবে করা যায়?

সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরকিল্পনা করা যায়।

- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা;
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা চিহ্নিত করাসহ আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা; যেমন: স্বল্প মেয়াদ (০১ বছর), মধ্য মেয়াদ (০১ থেকে ০৫ বছর) এবং দীর্ঘ মেয়াদ (০৫ বছরের অধিক)।
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে/মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা;
- মেয়াদ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থ সংস্থান করা;
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করা এবং মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা;
- আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং
- অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

১.১.৪. বাজেট কী?

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট। বাজেট হলো আয়ের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর পরিকল্পনা।

১.১.৫. ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া কী?

নিজের আয় নির্ধারণ

⇩

মাসিক খরচের তালিকা প্রণয়ন

⇩

আবশ্যিক ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ধারণ

⇩

আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নিরূপণ

⇩

পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ সমন্বয়করণ

⇩

সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

⇩

প্রক্রিয়াটির সাথে অভ্যস্ত হওয়া ও আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা

১.১.৬. আর্থিক ডায়েরি কী?

সাধারণত প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে খাতা/ডায়েরিতে লিখে রাখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। এছাড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমেও ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা যায়।

১.১.৭. আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?

আর্থিক ডায়েরি আর্থিক পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে খাত ভেদে খরচ এড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যত আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

১.২. সঞ্চয়

১.২.১. সঞ্চয় কী?

সাধারণত আয় হতে সব ধরণের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বুঝি।

১.২.২. সঞ্চয় কেন করা প্রয়োজন?

জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সঞ্চয় থাকাটা খুব জরুরী। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের ঋণ করতে হয় বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া, জীবনের নানা টানাপোড়নে আমাদের নিয়মিত আয়ও অনেক সময় ব্যাহত হয় (যেমন: করোনাকালে চাকুরী হারিয়ে) যখন সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ক্রয় বা সন্তানের উচ্চশিক্ষার্থেও সঞ্চয়ের অর্থ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বিশেষত:

- রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনায়;

- ফসলহানি, অগ্নিকাণ্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে;
- সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন উপলক্ষ্যে;
- সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের (বিয়ে-শাদী) ব্যয় নির্বাহে;
- ধর্মীয় আচার পালনে (যেমন হজ, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি);
- বার্ধক্যকালে (কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায়) ;
- প্রয়োজনীয় কিন্তু দামী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারি (ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা কৃষি কাজের উপকরণ ইত্যাদি) কিনতে;
- আপৎকালীন যে কোনো ঘটনা মোকাবেলায়।

১.২.৩. সঞ্চয় কিভাবে করা যায়?

জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনের আবশ্যকীয় খরচ বা প্রয়োজনীয় ব্যয় করার পর দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা মাস শেষে টাকা জমিয়ে রেখে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। প্রতিদিন আমরা এমন অনেক ধরণের ব্যয় করে থাকি যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় মনে হলেও সেসব ব্যয় কমিয়ে আনলে আমাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বলতে বিশেষতঃ ভোগের নিমিত্তে বা শখের পেছনে ব্যয় করাকে বোঝায়। এই সকল শখের বা ভোগের জিনিসগুলো বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়।

প্রয়োজনীয় ব্যয়
• নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী (চকলেট, চিপস্ ইত্যাদি ব্যতীত)
• বাসস্থান (বাসা ভাড়া, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি)
• জামা-কাপড় (নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড়, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি)
• শিক্ষা (শিক্ষা উপকরণ, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ইত্যাদি)
• চিকিৎসা (যে কোনো ধরণের চিকিৎসা ব্যয়)

তিনটি সহজ উপায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে[১]:

১. **খরচ কমিয়ে:** বিবাহ-উৎসব, বিলাস ভ্রমণ বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমিয়ে।
২. **খরচ আপাতত না করে:** অত্যাবশ্যক না হলে মটরসাইকেল, গাড়ি, স্মার্ট গ্যাজেট (নতুন ফিচার সম্পন্ন স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ ইত্যাদি) গহনা, জমকালো পোশাক ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করে এবং
৩. **খরচ বাদ দিয়ে:** অতিরিক্ত চা পান পরিহার; পান/সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার; শরীরের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাসগত অন্যান্য দ্রব্যাদি সেবন বাদ দিয়ে; অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার বাদ দিয়ে; দামী পোশাক বা বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির পেছনে খরচ পরিহার করে।

১.২.৪. সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ/লাভজনক স্থান কোথায়?

আমরা বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চয়ের টাকা সংরক্ষণ করি। যেমনঃ আলমারিতে, মাটির ব্যাংকে, বালিশ-তোশকের নিচে ইত্যাদি। এভাবে বহুদিন টাকা রাখলে টাকা বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমনঃ ইঁদুরে কাটতে পারে, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে, চুরি হয়ে যেতে পারে। হাতের কাছে থাকায় ভোগ-বিলাসে বা অপ্রয়োজনে যেকোনো সময় খরচও হয়ে যেতে পারে। বাড়ীতে টাকা সঞ্চয় করলে আমরা তেমন লাভবান হবো না। কেননা ঘরে টাকা রাখার ফলে তা বৃদ্ধি পাবে না বরং কারণে-অকারণে টাকা ব্যয় বা বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে টাকা রাখা নিরাপদ। কেননা ব্যাংকে আমানত রাখলে তা একদিকে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, সময়ের সাথে সাথে পরিমাণেও বাড়বে

[১] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং চারপাশের বাস্তবতার নিরিখে এই অংশে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করবেন।

(সুদ/মুনাফা সহকারে) এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় তা উত্তোলনও করা যাবে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করাও নিরাপদ ও লাভজনক।

মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেও নিরাপদে টাকা সঞ্চয় করা যায়[২]।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদি আমানত করেও টাকা সঞ্চয় করা যায়[৩]।

১.২.৫. সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়?

হ্যাঁ। সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি দিন ধরে টাকা জমানো হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে। স্বল্প মেয়াদী সঞ্চয়ের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়ে লাভ তাই সবসময়ই বেশি।

আসুন সঞ্চয়ের মেয়াদ ভেদে মোট জমাসহ লাভের পরিমাণ কেমন হতে পারে সে বিষয়ে একটু ধারণা লাভ করি[৪]। ধরি একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি ২০ বছর থেকে আয় শুরু করে এবং ৬০ বছর পর্যন্ত আয় করে:

বয়স	যখন ২০	যখন ৩০	যখন ৪০
সঞ্চয়ের বছরের সংখ্যা	৪০	৩০	২০
মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকা)	১,৫০০/-	১,৫০০/-	১,৫০০/-
৬০ বছর বয়সে মোট সঞ্চয়	৭,২০,০০০/-	৫,৪০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-
৬% হারে ৬০ বছর পর্যন্ত মোট পুঞ্জিভূত সুদ/মুনাফা	২১,৫৫,৪৪৫.২১/-	৯,২৮,৮৮৪.৭০/-	৩,২৩,৪৬৮.৬৫/-
৬০ বছর বয়সে মোট জমার পরিমান	২৮,৭৫,৪৪৫.২১/-	১৪,২৮,৮৮৪.৭০/-	৬,৮৩,৪৬৮.৬৫/-

১.৩. ব্যাংকিং

১.৩.১. ব্যাংক হিসাব

১.৩.১.১. ব্যাংক হিসাব কি?

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

১.৩.১.২. সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

এছাড়া, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা[৫] এবং রেজিস্ট্রার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও[৬] ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

---

[২] উপস্থিত জনগণের চাহিদা বা প্রশ্নের আলোকে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা এই পুস্তিকার ৪ নং অধ্যায়ে বর্ণিত মোবাইল ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

[৩] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা উপস্থিত জনগণের চাহিদা বা প্রশ্নের আলোকে এই পুস্তিকার ৩ নং অধ্যায়ে বর্ণিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেবা/পণ্য সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

[৪] ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মেয়াদী সঞ্চয়ী আমানতের প্রচলিত সুদ/মুনাফার হার বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক কর্তৃক প্রাপ্তব্য (পুঞ্জিভূত সুদ/মুনাফাসহ মেয়াদান্তে সর্বমোট) টাকা সম্পর্কে জনগণকে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবেন।

[৫] জনগণের চাহিদা বা প্রশ্নের ভিত্তিতে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা এই পুস্তিকার ২ নং অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।

[৬] বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে এবং জনগণের প্রশ্নের ভিত্তিতে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।

১.৩.১.৩. ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কী[৭]?

- ✓ প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে (চুরি-ডাকাতি বা আগুনে পোড়া বা বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না);
- ✓ যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়;
- ✓ হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়;
- ✓ অনলাইন ব্যাংকিং[৮] এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়;
- ✓ যে কোনো পাওনা টাকা (একই ব্যাংকের অন্য হিসাবে বা ভিন্ন ব্যাংক হিসাবে) ও বিল (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস, স্কুল ফি, ক্রেডিট কার্ড[৯] এর বিল ইত্যাদি) পরিশোধ করা যায়;
- ✓ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক;
- ✓ মেয়াদি আমানত এর কিস্তি/ইনস্যুরেন্স[১০] এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়;
- ✓ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/আগাম গ্রহণ সহজ হয়;
- ✓ বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়;
- ✓ সরকারী ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়;
- ✓ অন্যান্য[১১]

১.৩.১.৪. ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়[১২]?

যে কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত নিম্নলিখিত দলিলাদি/কাগজপত্র প্রয়োজন হয়:

- ✓ ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ;
- ✓ আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- ✓ নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে);
- ✓ মনোনীত নমিনি/উত্তরাধিকারী ব্যক্তির (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, যা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে।
- ✓ নমিনির স্বাক্ষর[১৩] (ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করা বাঞ্চনীয়);
- ✓ আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- ✓ আবেদনকারীর টিআইএন (**TIN**) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে);
- ✓ সম্ভাব্য লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য;
- ✓ অন্যান্য

---

[৭] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা তার নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং উপস্থিত জনগণের চাহিদা বা প্রশ্নের ভিত্তিতে বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে ব্যাংক হিসাব খোলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত তার বক্তব্যে সংযোজন করবেন বা প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

[৮] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা অনলাইন ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করবেন।

[৯] ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা উপস্থিত জনগণের জিজ্ঞাসার আলোকে অবহিত করবেন। তবে নিজ প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তে সাধারণভাবে প্রযোজ্য তথ্য ও চার্জ/ফি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবেন।

[১০] উপস্থিত জনগণের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে বা নিজ উদ্যোগে প্রচলিত নিয়মনীতির আলোকে সহজ ভাষায় ইনস্যুরেন্স ও এর প্রিমিয়াম সম্পর্কিত তথ্য জনগণকে অবহিত করতে হবে।

[১১] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা নিজ জ্ঞানের আলোকে ব্যাংক হিসাব থাকার সুবিধাসমূহ জনগণকে অবহিত করবেন।

[১২] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক এবং প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে যা যা প্রয়োজন তা বর্ণনা করবেন।

[১৩] নমিনির স্বাক্ষর কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা জনতাকে বুঝিয়ে বলবেন।

ছবিঃ ইন্টারনেট

১.৩.১.৫. কী কী[১৪] ধরণের হিসাব খোলা যায়?

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায়।

- **চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব** মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় এবং আমানতের উপর খুব সামান্য পরিমাণ সুদ/মুনাফা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকই শুধু চলতি হিসাব খুলতে পারে।
- **সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব** ব্যক্তি নামে খোলা হিসাব যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোন চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়। এই আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে। হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে এটিএম/ডেবিট কার্ডও[১৫] সরবরাহ করে থাকে যা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন- টাকা জমা করা, টাকা

---

[১৪] এখানে ব্যাংক এর জন্য প্রযোজ্য আমানত হিসাবের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তবে জনসাধারণের অবগতির জন্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর জন্য প্রযোজ্য ডিপোজিট স্কিম সম্পর্কেও অবহিত করবেন।

[১৫] এটিএম কার্ড/ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, প্রিপেইড কার্ড কী, কিভাবে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি তথ্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা অবহিত করবেন।

তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

- **মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব** সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়। যেহেতু সুনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ/মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মত ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরী প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সেক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়। মেয়াদী আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণও গ্রহণ করা যায়।

১.৩.১.৬. নমিনি কে? নমিনি কিভাবে করতে হয়?

নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, যিনি/যারা হিসাবধারীর মৃত্যুর পর তার/তাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো আমানতের বৈধ দাবিদার। হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন। হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় হিসাব খোলার ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় নমিনির তথ্য ও নমিনির স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এছাড়া, হিসাবধারী কর্তৃক নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সত্যায়িত করে এবং নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিও উক্ত ফরমের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়। হিসাবধারীর মৃত্যুর পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করলে কোনো ঝামেলা ছাড়াই নমিনি হিসাবধারীর জমানো আমানত উত্তোলন করতে পারবেন।

১.৩.১.৭. নাবালক কে কি নমিনি করা যাবে?

হ্যাঁ। নাবালক কেও নমিনি করা যাবে। তবে হিসাবধারীর মৃত্যুকালে নমিনি নাবালক থাকলে উক্ত নাবালকের আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যথাযথ প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

১.৩.১.৮. কেওয়াইসি (KYC) কী

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংক হিসাব খুলতে হলে ব্যাংক কে গ্রাহক সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানাতে হয়। এর জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। সেটাই কেওয়াইসি। গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেমন গ্রাহকের ছবি, পরিচয়পত্র, আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র, লেনদেনের তথ্য, ঠিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি জমা করতে হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত যাচাই/পর্যালোচনা করে ব্যাংকারগণ গ্রাহকের ঝুঁকি নির্ধারণ করেন।

১.৩.১.৯. ই-কেওয়াইসি (e-KYC) কী?

ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ)/আইরিস (চোখের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই-কেওয়াইসি। বর্তমানে ই-কেওয়াইসি পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংকে না গিয়েও খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে ব্যাংক হিসাব খোলা যায়। ই-কেওয়াইসি পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রাহকের তথ্য প্রদান করতে হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়।

১.৩.১.১০. ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাবে?

হ্যাঁ। বর্তমানে ব্যাংকে না গিয়েও কোন ব্যাংকের এ্যাপ[১৬] ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব। ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে এ ধরণের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়।

---

[১৬] এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা তার নিজ জ্ঞানের আলোকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালার আলোকে প্রযোজ্য তথ্য জনগণকে অবহিত করবেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে বা এ্যাপ ব্যবহার করে কিভাবে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয় ও পরিচালনা করতে হয় এ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

১.৩.১.১১. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে খরচ হয় কি?

সাধারণত ব্যাংক এর সঞ্চয়ী/চলতি/এসএনডি হিসাব খুলতে ও সচল রাখতে বাৎসরিক/অর্ধবার্ষিক হারে সার্ভিস চার্জ ও সরকারী ফি প্রদান করতে হয়।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ১০/৫০/১০০ টাকায় খোলা নো-ফ্রিল হিসাব সচল রাখতে কোনো সার্ভিস চার্জ বা ফি কাটা হয় না। তথাপি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ফি প্রযোজ্য হলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সেটা হিসাবের ব্যালেন্স থেকে কেটে রাখা হয়।

১.৩.২. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব)

১.৩.২.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব) কী?

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় অনুমোদিত ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ মাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমাকরণের মাধ্যমে যে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, সেটাই ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ ধরণের ব্যাংক হিসাবকে No-Frill Accounts (NFAs) নামে অভিহিত করা হয়।

এ ধরণের হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে কোনো চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

১.৩.২.২. কারা ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে?

- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী;
- যে কোন দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্নআয়ের পেশাজীবী, এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী;
- পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র (Small/Micro) উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমন: চর্মকার,স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি);
- আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত অতি দরিদ্র বা দরিদ্র (যেমন: মুদি ও মনোহরী পণ্যের দোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, নার্সারি/বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মী, সূঁচিশিল্প, ব্লক-বাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুতকরণ ও অন্য যে কোন সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাগণ।

১.৩.২.৩. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী ডকুমেন্ট/কাগজপত্র প্রয়োজন হয়[১৭]?

১.৩.১.৪ এর আলোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

[১৭] এই পুস্তিকার ১.৩.১.৪ তে বর্ণিত তথ্যের আলোকে এবং প্রচলিত নীতিমালা অনুসারে একজন প্রান্তিক গ্রাহকের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার প্রযোজনীয় তথ্য (কাগজ-পত্র বা অন্যান্য) আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

১.৩.২.৪. নো-ফ্রিল হিসাব পরিচালনা করার উপায় কী?

ব্যাংকে হিসাব খুলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় চেক এর মাধ্যমে এ হিসাবে লেনদেন করা যাবে। এমনকি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করে দেশের যে কোন প্রান্তে অবস্থিত ব্যাংক শাখা হতেও লেনদেন করা যাবে। এছাড়া, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে বা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেও হিসাব পরিচালনা করা যাবে। প্রয়োজনে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ হিসাব খুললে হাতের আঙুলের ছাপ (Finger Print) ব্যবহার করে হিসাব পরিচালনা করা যাবে যা অত্যন্ত নিরাপদ ও সহজ।

১.৩.২.৫. এই হিসাব খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে[১৮]?

১০/- টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব। সাধারণ সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা এই হিসাবের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

- টাকা জমানো ও উত্তোলন;
- রেমিটেন্স গ্রহণ;
- অন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ/পাওনা পরিশোধ;
- ঋণের টাকা উত্তোলন ও পরিশোধ;
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ;
- ভাতার টাকা বা সন্তানের বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ ইত্যাদি।

১.৩.২.৬. কোথায় ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো ব্যাংক এর শাখা/উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট অথবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো এ্যাকসেস পয়েন্ট (Access Point) থেকেও ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে।

১.৩.৩. এজেন্ট ব্যাংকিং

১.৩.৩.১. এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট। এসব এজেন্ট এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মূলতঃ এটাই এজেন্ট ব্যাংকিং।

১.৩.৩.২. এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যায় কিভাবে?

ব্যাংক অনুমোদিত এজেন্টগণ গ্রাহকের পূরণকৃত হিসাব খোলার ফর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখায় প্রেরণের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাব খুলে থাকে। এজেন্টগণ ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন) নির্ভর বা সংক্ষেপে আইসিটি ভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: বায়োমেট্রিক যন্ত্র, পয়েন্ট অফ সেল (POS) মেশিন, স্মার্ট কার্ড রিডার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

১.৩.৩.৩. এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব খোলা ও পরিচালনা কতটা নিরাপদ?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকিং এজেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা নিরাপদ। প্রতিটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদর্শিত অবস্থায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

এজেন্ট আউটলেট এ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (Biometric) ব্যবহার করে (যেমন: ডিজিটাল যন্ত্রে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে) হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা হয়। এজেন্ট আউটলেটে এ লেনদেন আইসিটি ভিত্তিক হয় বিধায় গ্রাহক সচেতন হলে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ খুবই নিরাপদ। প্রতিটি লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহকের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে একটি নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়। সুতরাং গ্রাহক বুঝতে পারবেন কখন ও কী পরিমাণ অর্থ তার হিসাবে

[১৮] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে।

লেনদেন হয়েছে। এ কারণে এজেন্টের কাছে টাকা জমা করা ব্যাংকের শাখায় টাকা জমা করার মতই নিরাপদ। গ্রাহকগণ এজেন্টের সহায়তায় লেনদেন করলেও তারা মূলতঃ ব্যাংকের গ্রাহক হওয়ায় সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য ব্যাংকের মূল সিস্টেমে চলে যায়। মোবাইল নোটিফিকেশন ছাড়াও এজেন্টের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলি বায়োমেট্রিক অথবা পিন (PIN) এর ভিত্তিতে হয় বিধায় গ্রাহকের হিসাব নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকে।

১.৩.৩.৪. এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে[১৯]?

এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলা, টাকা জমা ও উত্তোলন, রেমিটেন্স গ্রহণ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ঋণ গ্রহণ সহ সীমিত আকারে অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা পেতে পারেন।

১.৩.৩.৫. ব্যাংকের উপশাখা আর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট কি এক?

না। ব্যাংকের উপশাখা ব্যাংকের শাখার ন্যায় সীমিত কর্মবল দিয়ে পরিচালিত ও সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে। আর এজেন্ট হল সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করা হয়। তবে উভয় চ্যানেলই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত।

১.৩.৩.৬. ব্যাংকের উপশাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে লেনদেন করা নিরাপদ[২০]?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত উভয় মাধ্যমই নিরাপদ।

১.৪. ঋণ/বিনিয়োগ

১.৪.১. ব্যাংক ঋণ

১.৪.১.১. ঋণ কী?

যখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয়/প্রতিবেশী/মহাজন বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারণত ঋণ বলে পরিচিত।

যদি কোন বিশেষ মাসে কোন ব্যক্তির ব্যয় আয়ের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে আগের মাসগুলোর সঞ্চয় দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। কিন্তু সঞ্চয় না থাকলে তাকে ধার বা ঋণ করতে হয়। সেটা হতে পারে সুদবিহীন কিংবা সুদযুক্ত ঋণ।

১.৪.১.২. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ গ্রহণ করা যায়[২১]?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। যেমনঃ ব্যবসার জন্য ঋণ, কৃষি ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ, শিক্ষা ঋণ, ভোক্তা ঋণ ইত্যাদি।

১.৪.১.৩. ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত?

যেহেতু ঋণের অর্থ সুদ/মুনাফাসমেত পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ঋণ নেয়ার পূর্বে চলতি আয়/ভবিষ্যত আয় থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কি না, তা বিবেচনা করে ঋণ করা উচিত।

বেহিসেবি/লোক দেখানো খরচের জন্য ঋণ গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। যেমন- জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব/বিবাহ, গহনা কেনা, বিলাসদ্রব্য কেনা ইত্যাদি। যদি এসব উপলক্ষে টাকা খরচ করতেই হয়, তবে তা নিজের সাধ্যের মধ্যে অর্থাৎ নিজের আয় বা জমানো টাকা থেকেই করা উচিত। ভোগের জন্য ব্যয় কোনও আয় তৈরি করে না, ফলে এ খাতে গৃহীত ঋণ শোধ করা

---

[১৯] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত এজেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্স ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে এ ধরণের প্রশ্নের জবাব দিবেন।

[২০] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত দু'টি চ্যানেল সম্পর্কেই জনগণের মাঝে ইতিবাচক ও বিস্তারিত ধারণা প্রদান করবেন। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত অন্যান্য সম্পূরক প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করবেন।

[২১] ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রাহক পর্যায়ে যত ধরণের ঋণ/আগাম প্রদান করা হয় তা অবহিত করতে হবে।

কষ্টকর। অন্যদিকে, ঋণ শোধ করার জন্য বারংবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রেও ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ খেলাপী হয়ে যেতে হয়। আর একবার ঋণ খেলাপী হলে অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না। সুতরাং ঋণ গ্রহণের পূর্বে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করে ঋণ করা উচিত।

১.৪.১.৪. কী ধরণের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন?

ঋণ গ্রহণ করার সময় এ কথা মাথায় রাখা দরকার যে, সুদসহ তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং, ঋণের অর্থ ভোগ্য পণ্য বা বিলাস দ্রব্যে খরচ করলে ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ঋণ নিতে হতে পারে, যা অত্যন্ত বিপদজনক। অপরদিকে, ঋণের অর্থ আয় বৃদ্ধিকারী কাজে ব্যয় করলে সে ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি কৃষি কাজের জন্য বছরে ৯%[২২] সরল সুদে ২০,০০০ টাকার ঋণ নেন এবং তা দিয়ে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে ৮০,০০০ টাকা পান, তাহলে বছর শেষে ঋণের সুদ/মুনাফা সমেত আনুমানিক মোট (২০,০০০/- + ১,৮০০/-) ২১,৮০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ আয় হিসেবে বেঁচে যাবে।

সধারণত আয় উৎসারী কর্মকান্ডের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া উত্তম। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ নেয়া যায়। এ ধরণের ঋণ কে আমরা ভবিষ্যত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

১.৪.১.৫. কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম?

সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা এক্ষেত্রে সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ আদায় করা হলে, উক্ত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এর প্রতিকার চাওয়া যায়।

১.৪.১.৬. ব্যাংক থেকে ঋণ কিভাবে পাওয়া যায়?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রে দেওয়া তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র ব্যাংক ভালভাবে যাচাই করে দেখবে। নথিপত্র ঠিক থাকলে এবং গ্রাহকের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা যাচাই করে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করবে। এই ঋণ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

১.৪.১.৭. ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার খরচ কী [২৩]?

ঋণ নেওয়া টাকার পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করা হয়। এটাই মূলতঃ ঋণের খরচ। তবে ঋণের সুদ বা মুনাফা ছাড়াও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভেদে ক্ষেত্র বিশেষে আরও কিছু সার্ভিস চার্জ/ফি দিতে হয়। সাধারণতঃ ব্যাংকগুলো বার্ষিক হারে সুদ নির্ধারণ করে থাকে। যেমন: ১২% বার্ষিক সুদ মানে বছরে ১০০ টাকায় ১২ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

১.৪.১.৮. ঋণের জন্য কোনো জামানত/বন্ধক দিতে হয় কী[২৪]?

ঋণের জন্য জামানত/বন্ধকের বিষয়টি নির্ভর করে মূলতঃ কী ধরনের ঋণ এবং কী উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর। তবে, বড় অংকের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়, যেমন: জমি, বাড়ি, ব্যবসায় নিয়োজিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

---

[২২] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা এখানে যুগোপযোগী উদাহরণ তুলে ধরতে পারেন এবং সুদ/মুনাফার বাস্তবসম্মত হিসাবায়নও দেখাতে পারেন।

[২৩] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা প্রচলিত নীতিমালার ভিত্তিতে এ ধরণের প্রশ্নের জবাব দেবেন।

[২৪] প্রয়োজনে জামানতবিহীন ও জামানতসহ ঋণ/আগামের বিষয়ে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বিস্তারিত আলোকপাত করবেন। জামানতবিহীন ঋণ/আগাম কী কী আছে এবং কারা পেতে পারেন, পেতে হলে করনীয় কী সে বিষয়েও ধারণাপাত করবেন।

১.৪.১.৯. সময়মত ঋণ পরিশোধ না করলে অসুবিধা কী?

ব্যাংক ঋণদানের জন্য আমানতকারীদের টাকা ব্যবহার করে থাকে। যদি ঋণগ্রহীতা সময়মতো টাকা পরিশোধ না করে, তবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমানতকারীদের টাকা সময়মত ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা কমে যাবে। আবার, ব্যাংকের বেশিরভাগ ঋণগ্রহীতাই যদি এমন করেন, তবে গ্রাহকের আমানত ব্যাংক থেকে ফেরত পাওয়াও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ব্যাংকের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হলে নতুন নতুন গ্রাহককে ঋণ বা আগাম প্রদান করা সম্ভব হবে। ব্যাংকের টাকা সময়মতো পরিশোধ করলেই ভবিষ্যতে ব্যাংক একই গ্রাহককে প্রয়োজনে পুনরায় বর্ধিত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

এছাড়া, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সময়মতো পরিশোধ না করলে একজন গ্রাহক ঋণ খেলাপী হয়ে যেতে পারেন। এর ফলে ভবিষ্যতে তিনি উক্ত/অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পাবারও যোগ্যতা হারাবেন।

১.৪.১.১০. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ শোধ না করলে কী সমস্যা হতে পারে[২৫]?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা না হলে, সুদসহ ঋণের টাকা ফেরত পাবার লক্ষ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের দেয়া জামানত বাজেয়াপ্ত করাসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ায় বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে তুলে ব্যাংকের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের মূল্যবান সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যেও নিলাম করে তাদের পাওনা নিষ্পত্তি করতে পারে। সুতরাং গ্রাহক তার সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

১.৪.২. বিনিয়োগ

১.৪.২.১. বিনিয়োগ কী?

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার/ লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন- জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করা, সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

তথ্য নির্ভর সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। সঞ্চয় বা বিনিয়োগের পরিকল্পনা মূলত আর্থিক পরিকল্পনার অংশ। সুতরাং বিনিয়োগ করার পূর্বে অবশ্যই তার ঝুঁকি নিরূপণ করে বিনিয়োগ করা শ্রেয়। কোনো লোভনীয় প্রস্তাবে বা সঠিকভাবে না জেনে বুঝে হুজুগের মাথায় বিনিয়োগ করা উচিৎ নয়। তাছাড়া, অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চটকদার প্রস্তাবে কিংবা বিজ্ঞাপনে প্ররোচিত হয়ে নিজের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বসাধারণের বোঝার স্বার্থে বিনিয়োগের কয়েকটি ক্ষেত্র ও তার ঝুঁকির মাত্রা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

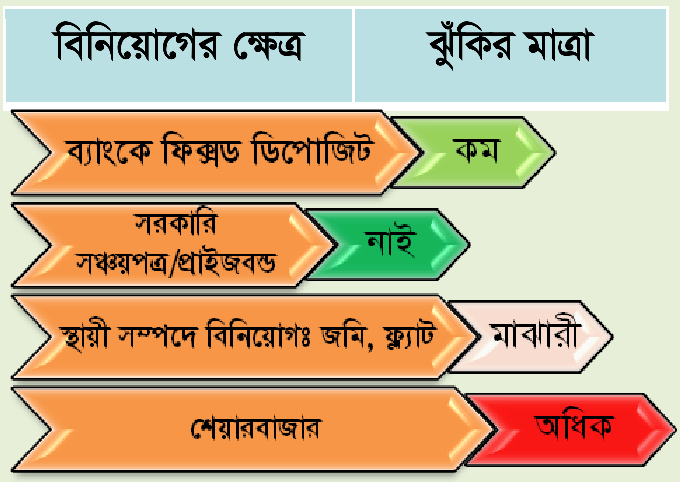

[২৫] বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের নীতিমালা মোতাবেক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা এই প্রশ্নের জবাব প্রদান করবেন।

১.৪.২.২. কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিহীন আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কিমে বিনিয়োগ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ তবে লাভ বা মুনাফার পরিমাণও তুলনামূলক কম। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত এবং লাভের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি।

১.৪.২.৩. সঞ্চয়পত্র

১.৪.২.৩.১. ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- মেয়াদ- ৫ বছর;
- মুনাফার হার[২৬]- ১১.২৮% (মেয়াদান্তে);
- মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছর সমাপনান্তে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- মেয়াদান্তে ১ লাখ টাকায় প্রাপ্য নিট মুনাফা টাকা ৫৩,৫৮০.০০।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) ক্রয় সীমা কত?

- একক নামে সর্বনিম্ন ১০ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৩০.০০ লক্ষ টাকা;
- যৌথ নামে সর্বনিম্ন ১০ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৬০.০০ লক্ষ টাকা।

গ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব) পুরুষ ও মহিলা একক অথবা যৌথ নামে;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ (যে কোন পরিমাণ);
- মৎস খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেট পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতা পাতার চাষ হতে অর্জিত আয় (যে কোন পরিমাণ)।

১.৪.২.৩.২. পরিবার সঞ্চয়পত্র

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- মেয়াদ- ৫ বছর;
- মুনাফার হার[২৭]- ১১.৫২% (মেয়াদান্তে);
- মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছর সমাপনান্তে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- ১ লাখ টাকায় প্রাপ্য নিট মাসিক মুনাফা টাকা- ৯১২.০০।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) ক্রয় সীমা কত?

- একক নামে- টাকা ৪৫.০০ লাখ

---

[২৬] এখানে হালনাগাদ তথ্য দেয়া হল। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফার হার সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা হালনাগাদ থাকবেন ও জনগণকে অবহিত করবেন।

[২৭] এখানে হালনাগাদ তথ্য দেয়া হল। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফার হার সম্পকে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা হালনাগাদ থাকবেন ও জনগণকে অবহিত করবেন।

গ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- ১৮ (আঠার) বা তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী মহিলা, যে কোন বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বা তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) শুধুমাত্র একক নামে।

১.৪.২.৩.৩. ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- মেয়াদ- ৩ বছর;
- মুনাফার হার[২৮]- ১১.০৪% (মেয়াদান্তে);
- মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছর সমাপনান্তে মুনাফা প্রদান করা হয় ;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- ১ লাখ টাকায় প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রাপ্য নিট মুনাফা টাকা- ২,৬২২.০০।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) ক্রয় সীমা কত?

- একক নামে - টাকা ৩০.০০ লাখ;
- যৌথ নামে - টাকা ৬০.০০ লাখ।

গ) কারা ক্রয় করতে পারবে?

- একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা;
- দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক যৌথনামে;
- একজন অথবা দুইজন নাবালক যৌথনামে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে।

১.৪.২.৩.৪. পেনশনার সঞ্চয়পত্র

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- মেয়াদ- ৫ বছর;
- মুনাফার হার- ১১.৭৬% (মেয়াদান্তে);
- মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছর সমাপনান্তে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয়;
- ১ জুলাই, ২০১৪ তারিখ হতে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে প্রাপ্ত সুদ উৎসে করমুক্ত;
- ১ লাখ টাকায় প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রাপ্য নিট মুনাফা টাকা- ২,৯৪০.০০।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) ক্রয় সীমা কত?

- একক নামে- টাকা ৫০.০০ লাখ

গ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ, এলপিআর ভোগরত অবস্থায় প্রাপ্ত

[২৮] মুনাফার হার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড ও এলপিআর শেষে অর্থাৎ চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত আনুতোষিকের টাকা দিয়ে পেনশনার সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন। এ ছাড়া মৃত চাকুরীজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তানরাও পেনশনার সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন।

১.৪.২.৩.৫. সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সাধারণত কী কী ডকুমেন্ট এর প্রয়োজন হয়?

- ✓ ক্রয়কারী ও নমিনি উভয়পক্ষের দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- ✓ ক্রয়কারী ও নমিনি উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- ✓ ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর ক্ষেত্রে ই-টিন সার্টিফিকেট এর কপি;
- ✓ যে কোন ব্যাংক এ হিসাব থাকতে হবে ও উক্ত হিসাবের MICR চেকবই এর পাতার ফটোকপি;
- ✓ অন্যান্য[২৯]

১.৪.২.৩.৬. সঞ্চয়পত্রের মালিকের মৃত্যুতে সঞ্চয়পত্রের অর্থ নগদায়নে নমিনির করণীয় কী?

সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমে নমিনি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয়। কোনো কারণে সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর মৃত্যু ঘটলে সেক্ষেত্রে নমিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দালিলিক প্রমাণসহ বিষয়টি অবহিত করে উক্ত সঞ্চয়পত্রের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

১.৪.২.৩.৭. সঞ্চয়পত্র কোথা থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যাবে?

- ✓ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো;
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক (সদরঘাট ও ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত);
- ✓ সকল তফসিলি ব্যাংক (শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত);
- ✓ ডাকঘর।

১.৪.২.৩.৮. সঞ্চয়পত্র কী নগদ অর্থে ক্রয় করা যাবে?

অনধিক ১ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র নগদ অর্থে কেনা যায়। এর অধিক টাকার সঞ্চয়পত্র বর্তমানে নগদ অর্থে ক্রয় করা যায় না। সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে এবং যে পরিমাণ অর্থের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে ইচ্ছুক সেই পরিমাণ অর্থমূল্যের ব্যাংক চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে হবে।

১.৪.২.৩.৯. সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বা মূল অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হলে ক্রয়কারীর মোবাইল নম্বরে Confirmation SMS প্রেরণ করা হবে। সঞ্চয়পত্রের মূল/আসল ও মুনাফা (মেয়াদপূর্তিতে) ক্রয়কারীর নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। মুনাফা/মূল অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত Confirmation SMS সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এর সরবরাহকৃত মোবাইল নম্বরে প্রেরণ করা হয়। এ কাজে গ্রাহকের নিকট হতে কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ/ফি আদায় করা হয় না। তবে গ্রাহককে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমে মোবাইল নম্বর ও ব্যাংক হিসাব এর তথ্য পূরণ করতে হবে ও MICR চেকের পাতার ফটোকপি ক্রয় ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।

১.৪.২.৪. বন্ড

১.৪.২.৪.১. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড

ক) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি?

- ❖ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড হচ্ছে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।
- ❖ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড বাংলাদেশী টাকায় ইস্যু করা হয়।

[২৯] এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট (যদি প্রযোজ্য হয় যেমন: নাবালক বা প্রতিবন্ধী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য) এর ব্যাপারে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা জনগণকে অবহিত করবেন।

- ২৫,০০০; ৫০,০০০; ১,০০,০০০; ২,০০,০০০; ৫,০০,০০০; ১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যমানের ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড রয়েছে।
- বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ১২% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মেয়াদ শেষে নগদায়ন করলে ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে (Compound Interest) মুনাফা পাওয়া যায়।

খ) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক নিজ নামে, আবেদনপত্রে তার কর্তৃক উল্লিখিত ব্যক্তির নামে অথবা বাংলাদেশে তার রেমিটেন্সের সুবিধাভোগীর নামে।
- বিদেশে লিয়েনে কর্মরত বাংলাদেশী সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী।
- বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

গ) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর সুবিধা কি?

- বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
- মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগযোগ্য।
- মেয়াদপূর্তিতে আসল বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
- বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ঘ) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ঙ) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি (অথরাইজড্ ডিলার) শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

১.৪.২.৪.২. ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড

ক) ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কি?

- ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়বন্ড।
- ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
- এ বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
- বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ৬.৫% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মুনাফা ইউএস ডলারে প্রদান করা হয় তবে গ্রাহক চাইলে বাংলাদেশী টাকায় তা গ্রহণ করতে পারেন।

খ) কারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবেন?

প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণ যাদের বাংলাদেশস্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফ.সি) একাউন্ট আছে তারা নিজ নামে ক্রয় করতে পারেন।

গ) ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর সুবিধা কি?

- বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
- মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগ করা যায়।
- মেয়াদপূর্তিতে আসল এবং অর্জিত মুনাফা ০৬ (ছয়) মাস অন্তর সমমূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
- বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ঘ) ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

- ❖ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ঙ) ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

- ❖ দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

১.৪.২.৪.৩. ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড

ক) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কি?

- ❖ ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।
- ❖ ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
- ❖ এ ধরণের বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
- ❖ বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ৭.৫% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। আসল ডলারে এবং মুনাফা শুধুমাত্র বাংলাদেশী টাকায় প্রদান করা হয় ।

খ) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- ❖ প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণ যাদের বাংলাদেশস্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফ.সি) একাউন্ট আছে তারা নিজ নামে ক্রয় করতে পারেন।

গ) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর সুবিধা কি?

- ❖ বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
- ❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগ করা যায়।
- ❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
- ❖ বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ঘ) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ঙ) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কোথায় পাওয়া যায়?

দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

১.৪.২.৪.৪. বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড

বর্তমানে ১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড চালু রয়েছে। যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পোস্ট অফিস/ডাকঘরথেকে প্রাইজবন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

প্রাইজবন্ড ড্র বৎসরে চারবার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত তারিখে কোন সরকারী ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি সিরিজে ১ মিলিয়ন পিস (১০ লাখ) বন্ড থাকে। প্রতি সিরিজের জন্য ৪৬ টি পুরস্কার আছে। ১ম পুরস্কার থেকে ৫ম পুরস্কার পর্যন্ত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ[৩০]:-

[৩০] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এ পুরস্কারের অর্থ ও সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	প্রতিটির মূল্য (টাকায়)	পুরস্কারের সংখ্যা	মোট মূল্য (টাকায়)
১।	১ম পুরস্কার	৬,০০,০০০/-	১ টি	৬,০০,০০০/-
২।	২য় পুরস্কার	৩,২৫,০০০/-	১ টি	৩,২৫,০০০/-
৩।	৩য় পুরস্কার	১,০০,০০০/-	২ টি	২,০০,০০০/-
৪।	৪র্থ পুরস্কার	৫০,০০০/-	২ টি	১,০০,০০০/-
৫।	৫ম পুরস্কার	১০,০০০/-	৪০ টি	৪,০০,০০০/-

সর্বমোট= ৪৬(ছেচল্লিশ)টি টাকা ১৬,২৫,০০০/-

- সরকারী নীতি মোতাবেক প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের উপর ২০% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।
- Core Banking এর মাধ্যমে পুরস্কারের অর্থ প্রাপকের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করা হয়।
- ড্র-এ পুরস্কার বিজয়ী নম্বরের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এ প্রকাশ করা হয়।

১.৪.২.৪.৫. বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- স্বল্পমেয়াদি (অনধিক ১ বছর) সরকারি সিকিউরিটিজ।
- ৯১ দিন, ১৮২ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিল রয়েছে।
- ট্রেজারি বিলের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ট্রেজারি বিল সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।
- অকশনে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- বাংলাদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- প্রাইমারি মার্কেটঃ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে প্রাইমারি ডিলারদের (নমিনেটেড ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সেকেন্ডারি মার্কেটঃ যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যেকোন সময় ক্রয় করা যায়।

১.৪.২.৪.৬. বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- দীর্ঘমেয়াদি (১ বছরের অধিক) সরকারি সিকিউরিটিজ।
- ২, ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড রয়েছে।
- প্রতি ছয় মাস পর পর নির্ধারিত হারে মুনাফা এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- ০৩ বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড রয়েছে। প্রতি তিন মাস পর পর ফ্লোটিং রেটে মুনাফা প্রদান করা হয়।
- ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।
- অকশনে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

দেশি যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি হতে ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারবে। আসল এবং মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- প্রাইমারি মার্কেটঃ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে প্রাইমারি ডিলারদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সেকেন্ডারি মার্কেটঃ যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যেকোন সময় ক্রয় করা যায়।

১.৪.২.৪.৭. বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী বন্ড।
- প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে সুকুকের চুক্তির প্রকৃতি (mode of investment) ও মেয়াদ নির্ধারিত হয়।
- প্রতি ছয় মাস পর পর মুনাফা এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- সুকুক অকশনে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

নিবাসী অথবা অনিবাসী যেকোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সুকুক ক্রয় করতে পারবে। তবে প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে লাভ অথবা ক্ষতি (যদি থাকে) গ্রহণে সম্মত থাকতে হবে। আসল এবং মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সুকুক সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।

অধ্যায়-২: আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা

২.১. প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা/পণ্য

২.১.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য ঋণ সুবিধা[৩১]

২.১.১.১. ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য বিশেষ কী ঋণ সুবিধা আছে?

১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীগণ সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এ ধরণের হিসাবধারীদের জন্য প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ৫০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম আছে। ব্যাংকগুলো এ স্কিমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আরও অনেক ঋণ সুবিধা আছে যা ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ এর মাধ্যমেও বিতরণ করা হয়[৩২]।

২.১.১.২. ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে?

- গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন;
- গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ২-৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা করে গ্রুপ প্রতি সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়;
- তবে গ্রুপ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

২.১.১.৩. এ ঋণের সুদ/মুনাফার হার কত?

- গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭%।

২.১.১.৪. এ ঋণ পেতে কী কী কাগজ প্রয়োজন হয়[৩৩]?

- ঋণের আবেদনপত্র ফরম পূরণ করতে হয়;
- আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;
- দুই/ততোধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টি
- পেশার সপক্ষে কোনো কাগজ বা ব্যাংক এর চাহিদা মোতাবেক অন্য কোনো প্রত্যয়নপত্র

২.১.১.৫. ব্যাংক যদি ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায় বা গড়িমসি করে তবে করণীয় কী?

- এ পুস্তিকার ৫ নং অধ্যায়ে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সে আলোকে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

২.১.২. ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর অর্থায়নে আর কী ঋণ সুবিধা আছে?

২.১.২.১. ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা “নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে।

---

[৩১] এই পুস্তিকার ১ নং অধ্যায়ের ৩.২ অনুচ্ছেদ হতে ১০/- টাকার হিসাব সংক্রান্ত প্রযোজ্য তথ্য সংযোজন করতে হবে।

[৩২] প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংক এর প্রণীত নিজস্ব ঋণ পণ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গুলোর আওতায় ঋণ সুবিধা পাওয়ার তথ্যও সংশ্লিষ্ট আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবগত করবেন।

[৩৩] বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালার আলোকে ব্যাংক কর্তৃক যাচিত কাগজ-পত্র সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিকে অবহিত করবেন।

২.১.২.২. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় কারা ঋণ পাবার যোগ্য?

- 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী' অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে কৃষি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার স্থানীয় উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
- অতিদরিদ্র, দরিদ্র অথবা কোনো অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি, অসহায়/নিগৃহীত নারী, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ এ ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, মোট ঋণ/বিনিয়োগের কমপক্ষে ২৫% নারীদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.১.২.৩. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ঋণ/আগাম প্রদান করে থাকে?

- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক তাদের নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করে থাকে;
- ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান তাদের সদস্যদের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করে থাকে।

২.১.২.৪. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় প্রদত্ত ঋণ/আগামের সুদ/মুনাফার হার/ফি/চার্জ/খরচ কত?

- MFI কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%। এছাড়া, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান এর সদস্যদের ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা হবে না;
- তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/আগামের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭%। স্ট্যাম্প ফি, এসএমএস চার্জ ও সরকারী আবগারী শুল্ক ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা হবে না।

২.১.২.৫. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/আগামের পরিমাণ কত?

- MFI কর্তৃক একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা;
- আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;
- MFI কর্তৃক নির্বাচিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অনুকূলে এককভাবে ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনের) লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট যৌথ প্রকল্পে (গ্রুপ) ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৬০.০০ (ষাট) লক্ষ টাকা;
- তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অনুকূলে এককভাবে ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনের) লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট যৌথ প্রকল্পে (গ্রুপ) ঋণ/আগামের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৬০.০০ (ষাট) লক্ষ টাকা;

২.১.২.৬. ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ/আগাম গ্রহণ করতে কী কী কাগজের প্রয়োজন হয়[৩৪]?

- ঋণের আবেদনপত্র ফরম পূরণ;
- আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;
- গ্রাহকের ছবি;
- দুই/ততোধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টি;
- পেশার সপক্ষে কোনো কাগজ বা ব্যাংক এর চাহিদা মোতাবেক অন্য কোনো প্রত্যয়নপত্র বা কাগজ।

[৩৪] এক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে যাচিত কাগজ-পত্র সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালার আলোকে অথবা ব্যাংক এর নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিকে অবহিত করবেন।

২.২. কৃষি ঋণ

২.২.১. কারা কৃষি ঋণ পাবার যোগ্য?

- কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ;
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি;
- পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ;
- নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ পাবার যোগ্য।

২.২.২. কোন কোন খাত/উপখাত কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত?

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ);
খ) মৎস্য সম্পদ;
গ) প্রাণিসম্পদ;
ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
চ) বীজ উৎপাদন;
ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);
জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ);
ঝ) অন্যান্য (বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)। যেমন: রেশমগুটি/লাক্ষাগাছ/খয়েরগাছ উৎপাদন/রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি।

২.২.৩. কৃষি ঋণ এর সুদ/মুনাফার হার কত[৩৫]?

- ✓ সরাসরি ব্যাংক হতে ৮% সুদ/মুনাফায় কৃষি ও পল্লী ঋণ পাওয়া যাবে[৩৬]।
- ✓ এমএফআই লিংকেজের আওতায় ব্যাংকসমূহের পর্যায়েও সুদ/মুনাফার হার ৮% হবে।
- ✓ কৃষি খাতে 'বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ আমদানি বিকল্প ফসল যথা-ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতের জন্য গঠিত স্কিমের সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) কৃষি খাতে বিশেষ রেয়াতি সুদে (ব্যাংক রেট এ) মাত্র ৪% সুদ/মুনাফায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ✓ পাট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে সুদ/মুনাফার হার ৭%।

২.২.৪. কৃষি ঋণ পেতে আবেদন করার প্রক্রিয়া বা ফি/চার্জ কত[৩৭]?

- ✓ একজন কৃষক মাত্র ১০/- টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবেন এবং ব্যাংকের গ্রাহক হতে পারবেন[৩৮];

---

[৩৫] উপস্থিত বেনেফিশিয়ারিদের প্রশ্নের ভিত্তিতে এবং বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তাগণ এ অংশের উত্তর প্রদান করবেন। প্রতিটি স্কিম সম্পর্কে বেনেফিশিয়ারিদের সম্যক ধারণা প্রদান করতে হবে। তবে গ্রাহক কর্তৃক বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপনের কথা বিবেচনায় রেখে পরবর্তীতে অফিস হতে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[৩৬] সময়ে সময়ে এ হার পরিবর্তিত হতে পারে। এখানে বর্তমান হার উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৭] বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী/আাবেদন প্রক্রিয়া সহজতর উপায়ে বেনেফিশিয়ারিদেরকে অবগত করবেন।

[৩৮] ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা সংকান্ত তথ্য বেনেফিশিয়ারিদের জানাতে হবে।

- ✓ কৃষকের আবেদনের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের জন্য নির্ধারিত সুদ/মুনাফা ব্যতীত অন্য কোন নামে কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি/মনিটরিং ফি নেয়া হবে না;
- ✓ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ নেয়া হবে না [৩৯];
- ✓ শস্য/ফসল ঋণ (৫ একর পর্যন্ত) আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ এবং ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করা হবে না ঃ
    - ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক)
    - লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
    - লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

২.২.৫. কোথায় গেলে এ ধরণের কৃষি/পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে?

- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক এর শাখা, উপশাখা অথবা এজেন্ট ব্যাংকিং বা ব্যাংক এর সাথে পার্টনারশিপে আসা এমএফআই হতেও এসব কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

২.২.৬. কৃষি ঋণ পেতে হয়রানির শিকার হলে করণীয় কী?

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট হটলাইন নম্বর গ্রাহকদের সাথে শেয়ার করবেন[৪০] এবং অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করবেন;
- তদুপরি ব্যাংক পর্যায়ে সমাধান না পাওয়া গেলে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অথবা gm.acd@bb.org.bd বরাবরে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে[৪১] যোগাযোগ করেও অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

২.২.৭. কৃষি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য[৪২]

- ✓ ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত হারে কৃষি ঋণ প্রদান করা হবে[৪৩];
- ✓ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ প্রচলিত ফসলসমূহের পাশাপাশি কিছু অপ্রচলিত ফসল যেমন-কাসাভা, ব্রকলি, স্কোয়াশ ইত্যাদির চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়;
- ✓ এছাড়া, রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়, চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি সমন্বিত কৃষি খামার এবং ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

---

[৩৯] বেনেফিশিয়ারিকে চার্জ/ফি এর পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য বাস্তবতার নিরিখে আনুমানিক চার্জ/ফি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন এবং সচেতন করবেন।

[৪০] ব্যাংক কর্মকর্তা তার ব্যাংকের নিজস্ব গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

[৪১] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন ও সরবরাহ করবেন।

[৪২] বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালার আলোকে ও ব্যাংকের নিসস্ব নীতিমালার নিরিখে এবং বেনেফিশিয়ারিদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবেন।

[৪৩] বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে কোন সুনির্দিষ্ট ঋণ পণ্যে একজন কৃষক বা প্রান্তিক বেনেফিশিয়ারি সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন সে ব্যাপারে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিণিধিগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে অথবা উপস্থিত বেনেফিশিয়ারিদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে ধারণা প্রদান করবেন।

২.৩. শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং

২.৩.১. স্কুল ব্যাংকিং কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

২.৩.২. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব কারা খুলতে পারবে?

- ✓ সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো শিক্ষার্থী ব্যাংকে গিয়ে মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে এবং অভিভাবকের সহায়তায় একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ ধরণের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য কোনো চার্জ/ফি আদায় করা হয় না এবং আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়।

২.৩.৩. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন[৪৪]?

- ✓ ছাত্রছাত্রী ও বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক প্রত্যেকের ০২ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
- ✓ জন্মনিবন্ধন সনদ বা স্কুল প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি কিংবা অন্য গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট;
- ✓ বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, কিংবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যে কোন ডকুমেন্ট (চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট এর কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদির);
- ✓ হিসাব খুলে প্রাথমিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য মাত্র ১০০/- টাকা। তবে চাইলে বেশি টাকা জমা করেও হিসাব খোলা যাবে।

২.৩.৪. স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

- ✓ জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে;
- ✓ জমানো টাকার উপর ব্যাংকের প্রদত্ত আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা যোগ হবে;
- ✓ এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে যে কোন স্থানের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে;
- ✓ ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ফ্রি এসএমএস ব্যাংকিং, অন্যান্য স্কিম ডিপোজিট করে জমানো টাকায় দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক সঞ্চয় করা যাবে;
- ✓ বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে;
- ✓ ঝামেলাহীন উপায়ে স্কুলের বেতন/ফি পরিশোধ করা যাবে;
- ✓ শিক্ষাবিমা সুবিধা গ্রহণ করা যাবে
- ✓ প্রয়োজনে ঋণ সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি।

২.৩.৫. স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য ঋণ সুবিধা কি আছে[৪৫]?

- ✓ ছাত্রজীবনে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত ৫০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিল এর আওতায় এককনামে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

---

[৪৪] স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ করবেন।

[৪৫] সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের যদি স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য নিজস্ব কোন ঋণ পণ্য থাকে তবে ব্যাংক কর্মকর্তা সে বিষয়েও বেনেফিশিয়ারিদের অবগত করতে পারবেন।

২.৪. কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (CMSME) জন্য আর্থিক সেবা

২.৪.১. CMSME শব্দের অর্থ কি?

CMSME (সিএমএসএমই) চারটি ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর। C হচ্ছে Cottage; M হচ্ছে Micro; S হচ্ছে Small; M হচ্ছে Medium এবং E তে Enterprise অর্থাৎ শিল্প, সেবা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বুঝায়। কাজেই CMSME হলো Cottage (কুটির), Micro (ক্ষুদ্র), Small (ছোট) ও Medium (মাঝারি) খাতে গৃহীত উদ্যোগ।

২.৪.২. CMSME ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত[৪৬]?

- সাধারণত গ্রাহকের CMSME ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের হার নির্ধারণ করে;
- তবে সুদের হার সহনশীল মাত্রায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণের সুদ/মুনাফার হারের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- কটেজ, মাইক্রো ও স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে এবং মফস্বলভিত্তিক কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজকে সর্বোচ্চ ৭% সুদহারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা আছে।

২.৪.৩. CMSME ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত কি কি কাগজপত্র চেয়ে থাকে[৪৭]?

ঋণের পরিমাণ ও ধরণের উপর ভিত্তি করে এবং গ্রাহক/আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ধরণ বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ডকুমেন্ট বা কাজগপত্র/দলিলাদি প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণত সিএমএসএমই ঋণের আবেদনকালে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রয়োজন হয়:

- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;
- জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যাংক প্রতিবেদন (বিভিন্ন ব্যাংকের চাহিদা ভিন্ন);
- ব্যবসা নিজ জমিতে হলে তার দলিল, পর্চা ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিলের কপি;
- দোকান/ঘর ভাড়া চুক্তিনামা; করদাতা সনাক্তকরণ সার্টিফিকেট (eTIN);
- মজুদ মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা;
- ঋণের আবেদনকারী এবং জামিনদার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং জামিনদার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্সের কপি ও পূরণকৃত CIB Inquiry Form ;
- চলমান ব্যবসা হলে বিগত ১-৩ বছরের বিক্রয় ও আর্থিক বিবরণী;
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস;
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- IRC ও IRE সার্টিফিকেট (আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি।

২.৪.৪. CMSME ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়?

- **"কটেজ, মাইক্রো, স্মল খাতে** নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর আওতায় নতুন উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগের প্রকৃতি এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে **সহায়ক জামানত বিহীন** প্রয়োজনে ১০.০০(দশ) লক্ষ টাকার অধিক ঋণ পেতে পারেন।

---

[৪৬] এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসারে সিএমএসএমই ঋণের সুদ/মুনাফার হার সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

[৪৭] এখানে উল্লেখকৃত সব কাগজ-পত্র সবার জন্য প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে উপস্থিত বেনেফিশিয়ারিদের ধরণ বা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিবেচনা করে/প্রশ্নের আলোকে তাদের জন্য প্রযোজ্য কাগজপত্র সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের ধারণা প্রদান করবেন।

- এছাড়া, **এসএমই ঋণ** প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত জামানতসমূহ প্রয়োজন হয়ঃ
    - হাইপোথিকেশন (মজুদ পণ্য, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি);
    - মর্টগেজ (স্থাবর সম্পত্তি সমূহ);
    - ব্যক্তিগত জামানত;
    - গ্রুপ জামানত/ সামাজিক জামানত;
    - পোস্ট ডেটেড চেক।

২.৪.৫. এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোন কর রেয়াত (Tax rebate) পাবেন?

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি- ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর সুবিধা অব্যাহত থাকার কথা বলা আছে।
- ২০১৩-১৪ সনের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৪.৬. একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণ যোগ্যতাসমূহ কি কি?

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অর্থায়ন পেতে হলে সাধারণত

- কমপক্ষে দুই বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা;
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও
- প্রযোজ্য জামানত।

তবে উদ্যোগ গ্রহণকারী ব্যক্তির ব্যবসায়িক/প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান একেবারে নতুন উদ্যোক্তাদেরও অর্থায়ন করে থাকে।

২.৪.৭. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কি কোনো সিএমএসএমই ঋণ দেয়া হয়?

না। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ বা অন্য কোন ধরণের ঋণ সরাসরি জনসাধারণকে প্রদান করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি সাধারণ জনগণের সাথে কোন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে না।

তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণ জনগণের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য উপায়ে আর্থিক সেবা পাবার সুবিধার্থে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের শর্তে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন[৪৮] সুবিধা প্রদান করে থাকে।

২.৪.৮. সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে?

সিএমএসএমই ঋণ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে যে কোন তথ্য ও পরামর্শ পেতে কিংবা ঋণ গ্রহণে হয়রানির শিকার হলে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের প্রবলেম সল্যুশন সেন্টার (Problem Solution Centre) এ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। প্রবলেম সল্যুশন সেন্টারে যোগাযোগের ফোন নম্বর ০২-৯৫৩০২২০ (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সকাল ১০.৩০ হতে বিকাল ০৫.৩০ পর্যন্ত)।

[৪৮] প্রয়োজনে পুনঃঅর্থায়ন বিষয়টি আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা উপস্থিত জনগনকে বুঝিয়ে বলবেন।

২.৫. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

২.৫.১. নারী উদ্যোক্তা কারা ?

ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট স্টক' কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.৫.২. ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয় কি[৪৯]?

- কত টাকা ঋণ নিতে ইচ্ছুক তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে বলা;
- ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়;
- ব্যাংক/আার্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএমএসএমই ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ;
- আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাচিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল;
- উদ্যোগের/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিল;
- ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ এবং পূর্বের ব্যাংক ঋণ (যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করা;

**ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গ্রাহক হলে ব্যাংকার-কাস্টমার রিলেশন এর ভিত্তিতে গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর হয়;

২.৫.৩. নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণের সুদের হার কত?

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৭% হার সুদ/মুনাফায় ঋণ দেয়া হয়।

২.৫.৪. নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়?

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ শুধু **তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে** সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পচিঁশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন।

২.৫.৫. নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সেবা/পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি[৫০]?

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ও নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাদের সাথে সেবা বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে ।
- এছাড়াও, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসূহের প্রত্যেক শাখায় স্থাপিত Women Entrepreneur Dedicated Desk নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা বিষয়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ।

---

[৪৯] এখানে উল্লিখিত বিষয়াদির অতিরিক্ত তথ্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা তার নিজ অভিজ্ঞতা/জ্ঞানের আলোকে বেনেফিশিয়ারিদের সরবরাহ করবেন।

[৫০] বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর শাখায় স্থাপিত Women Entrepreneur Dedicated Desk এর মাধ্যমে প্রান্তিক নারী/নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের অনুকূলে ঋণ সেবা বা আর্থিক সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ কিভাবে পেতে পারেন সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।

২.৫.৬. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন বিশেষ ডেস্ক আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাসম্ ডিপার্টমেন্ট এ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ, প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি মনিটরিং, মূল্যায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে পৃথক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

২.৫.৭. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কী কী আর্থিক সুবিধা/ঋণের ব্যবস্থা আছে?

সিএমএসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে। এর মধ্যে-

- পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে;
- পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৭%[৫১] সুদ হার প্রযোজ্য;
- পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা নারী হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী উদ্যোক্তা হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে;
- অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ও নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাদের সাথে সেবা বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে;
- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শাখায় স্থাপিত Women Entrepreneur Dedicated Desk নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে;
- নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিকহারে উৎসাহিত করতে উদ্যোক্তার চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুর অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০১ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড[৫২] প্রদান করা হয়;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতিটি শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন আগ্রহী নারী উদ্যোক্তা (যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building)-র প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রতি বছর ন্যূনতম ০১ জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান করে থাকেন।

---

[৫১] সময়ে সময়ে এ হার পরিবর্তিত হতে পারে।

[৫২] গ্রেস পিরিয়ড সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের বুঝিয়ে বলবেন।

২.৬. শ্রমজীবী প্রবাসী /অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

২.৬.১. প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন[৫৩]?

- ✓ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত);
- ✓ এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফা/সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়।

২.৬.২. বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?

- ✓ বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে[৫৪] জমা করতে পারেন। হিসাবের স্থিতি টাকায় নগদায়ন ছাড়াও পরবর্তীতে বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে ব্যবহার করতে পারেন।

২.৬.৩. বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

- ✓ প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।
- ✓ বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

২.৬.৪. বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা (Authorized dealer বা অনুমোদিত ডিলার) ও
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার।

- ✓ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ।

২.৬.৫. কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন?

- ✓ বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন;
- ✓ তবে দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশি হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

২.৬.৬. বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তিগত ভ্রমণ খাতে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন[৫৫]?

- ✓ ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশে নিবাসী কর্তৃক প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে মাথাপিছু অনধিক ১২,০০০ মার্কিন ডলার ক্রয় করতে পারবেন।

---

[৫৩] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশীদের জন্য প্রযোজ্য ডিপোজিট হিসাব (কী ধরণের হিসাব, কিভাবে খোলা যায়, হিসাব খুলতে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, পরিচালনার পদ্ধতি ইত্যাদি) সম্পর্কে বেনেফিশিয়ারিদের বিস্তারিত জানাবেন।

[৫৪] প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট হিসাব কি, কারা করতে পারবে, পরিচালনার পদ্ধতি কী ইত্যাদি সম্পর্কে বেনেফিশিয়ারিদের বিস্তারিত জানাবেন।

[৫৫] বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিষয়ক তথ্য প্রদান করতে হবে।

২.৬.৭. বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি?

না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ড্রাফট/টিটি/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

২.৬.৮. অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের 'টাকা একাউন্টে' বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে প্রাপকের হিসাবধারী ব্যাংক শাখা প্রাপ্ত অন্তর্মূখী রেমিটেন্স কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা থেকে টাকায় নগদায়ন করে নিতে হবে।

২.৬.৯. বিদেশ থেকে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে রাখা যায় কী?

- ✓ বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা অনধিক দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখতে পারেন;
- ✓ পরবর্তী বিদেশ যাত্রায় সঙ্গে নিয়েও যেতে পারেন;
- ✓ দশ হাজার মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণ আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে/ লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বিক্রি বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্টে জমা রাখা নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক;
- ✓ বিদেশ থেকে আগত অনিবাসীরা সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা (দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশী হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান সাপেক্ষে) নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নন রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্ট/ প্রাইভেট ফরেন কারেন্সি হিসাবে[৫৬] জমা রাখতে পারেন;
- ✓ আনীত বৈদেশিক মুদ্রার অব্যবহৃত অংশ বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

২.৬.১০. বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়?

আনীত বৈদেশিক মুদ্রার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে অনুমোদিত ডিলার ব্যংক বা লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদায়ন সনদপত্র (encashment certificate) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা উত্তম।

২.৬.১১. বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

হ্যাঁ। বিদেশী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দেয়া ব্যয় প্রক্কলন মোতাবেক অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায়, এর বেশি মাত্রার বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।

---

[৫৬] প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা প্রাইভেট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট হিসাব কি, কারা করতে পারবে, পরিচালনার পদ্ধতি কী ইত্যাদি সম্পর্কে বেনেফিশিয়ারিদের বিস্তারিত জানাবেন।

২.৬.১২. নগদ নোট আকারে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়যোগ্য/উত্তোলনযোগ্য অংকের পরিমাণ/সীমা[৫৭] কত?

- ✓ মার্কিন ডলার নগদ নোট আকারে এককালীন উত্তোলন/ছাড়ের পরিমাণ সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার। সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় নগদ নোট আকারে নেয়া যায়, আন্তর্জাতিক কার্ড/ট্রাভেলার্স চেক/ড্রাফট আকারেও সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক মার্কিন ডলারসহ যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় নেয়া যায়।

২.৬.১৩. স্থানীয় উৎসের তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় কি?

- ✓ বিদেশ থেকে আনীত অর্থের ওপর অর্জিত বৈধ মুনাফা ছাড়া অন্যবিধ স্থানীয় উৎসের কোন তহবিল বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় না।

২.৬.১৪. প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ[৫৮] করতে পারেন?

- ✓ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা টাকায় সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ বিনিয়োগের আসলের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য এবং মুনাফার অংক টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য।

- ✓ প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে টাকায় সরকারি ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। মেয়াদ পূর্তিতে অথবা যে কোন সময় সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় করে আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

- ✓ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নন-রেসিডেন্ট ইনভেস্টরস টাকা হিসাব (NITA) এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারেন। এসব বিনিয়োগের আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

- ✓ অনিবাসী বাংলাদেশীগণ বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এগুলোর আসল এবং ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য, প্রিমিয়াম বন্ডের মুনাফা টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহার করা যায়।

- ✓ অনিবাসী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক NITA হিসাবের মাধ্যমে Alternative Investment Fund এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনুমোদিত Open End Mutual Fund এ বৈদেশিক পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

- ✓ রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের নির্ধারিত অংশ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা একাউন্টে জমা রাখা যায়। এ হিসাবের স্থিতি রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক বিদেশ ভ্রমণ বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবহার করা যায়।

২.৬.১৫. কোন্ কোন্ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড (ক্রেডিট/ডেবিট/প্রি-পেইড) ব্যবহার করা যায়?

- ✓ বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা, নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি, রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি, অনুমোদিত বেসরকারী হজ এজেন্সিসমূহকে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, হজ পরিপালনের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দাপ্তরিক বা পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য ছাড়যোগ্য অংক, ব্যাবসায়িক ভ্রমণ কোটা, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে, BASIS সদস্য আইটি/সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেমিটেন্স সুবিধা, বিদেশী প্রফেশনাল এবং সায়েন্টিফিক

---

[৫৭] বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নীতিমালার আলোকে এ বিষয়ক তথ্য প্রদান করতে হবে।

[৫৮] এই ধরণের প্রশ্নের জন্য এই পুস্তিকার অধ্যায় ১ এর বিনিয়োগ অংশে বর্ণিত তথ্যের আলোকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি'র পাশাপাশি বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, পরীক্ষা ফি (TOEFL, SAT etc.), স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের রপ্তানিকারকদের প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অন্তর্মুখী রেমিটেন্স জমাকরণের জন্য, প্রদত্ত সেবার ভিসা প্রসেসিং ফি, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখা থেকে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

২.৬.১৬. বিদেশগামীরা বাংলাদেশ ত্যাগ কালে এবং বিদেশ থেকে আগতরা বাংলাদেশে আসার সময় কী পরিমাণ বাংলাদেশী টাকা সঙ্গে রাখতে পারেন?

✓ অনধিক দশ হাজার টাকা।

২.৬.১৭. বাংলাদেশে আগত অনিবাসী নাগরিকের সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে:

✓ যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানো হয়েছিল, সেই অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে অব্যয়িত টাকার অংক বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট অনিবাসী বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিতে পারেন;

✓ এছাড়াও বাংলাদেশে আগত অনিবাসীগণ তাদের রূপান্তরকৃত টাকা যে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানিচেঞ্জার এর নিকট থেকে নগদায়ন সনদ উপস্থাপন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করতে পারেন। তবে মানিচেঞ্জারের ক্ষেত্রে পুনঃরূপান্তরিত বৈদেশিক মুদ্রার অংক ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না;

✓ বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থিত ব্যাংক বুথ হতে বাংলাদেশী টাকা হতে অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায়।

২.৬.১৮. বিদেশে অভিবাসন আবেদনের ফি ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

✓ হ্যাঁ। বিদেশী অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যাচিত সনদপত্র মূল্যায়ন ফি, ইমিগ্রেশন ভিসা ফি ও রাইট অব ল্যান্ডিং ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে ক্রয় ও প্রেরণ করা যায়।

২.৬.১৯. বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি?

✓ না। বাংলাদেশী টাকা মূলধনী খাতে রূপান্তরযোগ্য নয় বিধায় বাংলাদেশের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরপূর্বক বিদেশে প্রেরণের সুযোগ নেই।

২.৬.২০. বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত কি?

না।

২.৬.২১. বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি?

না। তবে:

✓ বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তি খাতে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিতে পারেন।

✓ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের Standing Committee on Non-Concessional Loan এর অনুমোদনক্রমে এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে বিদেশ হতে ঋণ নিতে পারেন।

২.৬.২২. বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কি?

- ✓ বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিতে পারেন। এছাড়াও বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশীগণ গৃহঋণ সুবিধা বাবদ টাকায় ঋণ নিতে পারেন।

২.৬.২৩. আরও তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে

✓ মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোন: ৯৫৩০১২৩, ই-মেইল: gm.fepd@bb.org.bb

অধ্যায়-৩: অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৩.১. অনুমোদিত ব্যাংক

৩.১.১. বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলি?

বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বা তফসিলি ব্যাংক এর নাম ও এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) হতে অনুমোদিত ব্যাংক এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

৩.২. অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৩.২.১. ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক?

তফসিলি ব্যাংক ছাড়াও দেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (Non-Bank Financial Institutions) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩.২.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তদসংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এবং প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করতে পারে।

৩.২.৩. বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলি[৫৯]?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৩৫ টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) হতে অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা জানা যাবে। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২৭৬ টি শাখা বর্তমানে সারাদেশে কার্যরত আছে (ডিসেম্বর ২০২১)।

সাধারণত মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানী, মিউচুয়াল এসোসিয়েশন, মিউচুয়াল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটিসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

৩.২.৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক এর কার্যক্রমের পার্থক্য কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো ব্যাংকের ন্যায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করতে পারবে না:

- ✓ চেকিং একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবে না;
- ✓ চলতি হিসাব পরিচালনা করতে পারবে না;
- ✓ এমন কোন আমানত গ্রহণ করতে পারে না যা চেক, ড্রাফট অথবা আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য;
- ✓ স্বর্ণ অথবা কোন বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারবে না।

৩.২.৫. এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কি ধরণের আর্থিক সেবা পাওয়া যাবে?

- ✓ মেয়াদি আমানত হিসাব যেমন ডিপিএস বা এফডিআর;
- ✓ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা গৃহায়ণের জন্য ঋণ বা আগাম গ্রহণ;
- ✓ ক্রেডিট কার্ড;

[৫৯] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠোনের নাম ও সংখ্যা (শাখাসহ) প্রযোজ্য হবে। এখানে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

- ✓ সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক বা সিকিউরিটিজ বা বাজারজাতকরণে উপযোগী অন্যান্য সিকিউরিটিজের দায় গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবা;
- ✓ প্রচেষ্টা মূলধনে বিনিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইজারাসহ কিস্তিবন্দী লেনদেনের ব্যবসা সুবিধা।

৩.৩. অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান

৩.৩.১. বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?

- ✓ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) হলো বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

৩.৩.২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সেবা গ্রহণ করা নিরাপদ?

- ✓ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হতেও আর্থিক সেবা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে এসব ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এর ন্যায় বড় পরিসরে আর্থিক সেবা প্রদানে সক্ষম নয়। এছাড়া, একটি ব্যাংক হিসাব খুলে যত ধরণের আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব তা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া সম্ভব নয়।

অধ্যায়-৪: মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

৪.১. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

৪.১.১. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস একাউন্ট) হিসাব কী?

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরণের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়।

৪.১.২. এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়?

এমএফএস হিসাব খোলার জন্য যে কোনো অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার।

তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করেও এ হিসাব খোলা যায়। সেক্ষেত্রে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সেট ব্যবহার করে গ্রাহকের ছবি তুলে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলে আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে এ হিসাব খোলা যায়।

৪.১.৩. এমএফএস একাউন্ট কিভাবে খোলা যায়?

- ✓ MFS সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত এজেন্ট এর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি নিয়ে;
- ✓ নিজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

৪.১.৪. একজন ব্যক্তি কী একাধিক এমএফএস একাউন্ট খুলতে পারেন?

- ✓ একজন ব্যক্তি প্রতিটি MFS সেবাদানকারীর সাথে একটি করে MFS একাউন্ট খুলতে পারেন।
- ✓ তবে একই ব্যক্তি একই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একাধিক MFS একাউন্ট খুলতে পারবেন না।

৪.১.৫. কারা এই সেবা পেতে পারেন?

- ✓ দেশের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বা তার চাইতে বেশী বয়সের) নাগরিক MFS সেবাদানকারী ব্যাংক বা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে MFS একাউন্ট খুলে এই সেবা পেতে পারেন।

৪.১.৬. কোন প্রতিষ্ঠানগুলি এমএফএস সেবা দিচ্ছে[৬০]?

- ✓ ২০২১ সাল পর্যন্ত ০৯ টি ব্যাংক এবং ৩ টি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান (বিকাশ, উপায়, ট্যাপ) বর্তমানে এই সেবা দিচ্ছে[৬১]।

৪.১.৭. এমএফএস একাউন্টে লেনদেনের জন্য কি স্মার্টফোন দরকার হয়?

- ✓ মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট খোলা বা লেনদেনের জন্য স্মার্ট ফোন ব্যবহারের আবশ্যকতা নেই। সাধারণ মোবাইল (ফিচার) ফোনেও এই সেবা পাওয়া যায়।

৪.১.৮. এমএফএস এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়[৬২]?

- ✓ ক্যাশ-ইন (টাকা জমা);
- ✓ ক্যাশ-আউট (টাকা উত্তোলন);
- ✓ এক ব্যক্তি হিসাব হতে অপর ব্যক্তি হিসাবে অর্থ প্রেরণ (পিটুপি);

---

[৬০] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত MFS সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম জনগণকে অবহিত করতে হবে।

[৬১] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এমএফএস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নাম অবহিত করবেন।

[৬২] আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা প্রতিটি এমএফএস সেবা সম্পর্কে বেনেফিশিয়ারিদের বিস্তারিত ধারণা প্রদান করবেন। এছাড়া, সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সেবা/লেনদেন এর পরিধি বৃদ্ধি করা হলে সে বিষয়েও আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা জনগণকে অবহিত করবেন।

- ✓ ব্যক্তি হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ (পিটুবি);
- ✓ ব্যবসা হতে ব্যক্তিতে অর্থ প্রেরণ (বিটুপি);
- ✓ সরকার হতে ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান (জিটুপি);
- ✓ ব্যক্তি হতে সরকারকে অর্থ প্রেরণ (পিটুজি);
- ✓ মার্চেন্ট পেমেন্ট;
- ✓ বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি) প্রদান;
- ✓ স্কুল ফি পরিশোধ;
- ✓ বৃত্তি/উপবৃত্তি বা ভাতার টাকা গ্রহণ;
- ✓ ব্যবসা হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ (বিটুবি);
- ✓ অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট;
- ✓ ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ বা ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ গ্রহণ;
- ✓ বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) গ্রহণ;
- ✓ ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ;
- ✓ ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম পরিশোধ;
- ✓ ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ;
- ✓ বিক্রেতা/সরবরাহকারীর অর্থ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত।

৪.১.৯. পার্সোনাল আইডেন্টেফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী?

- ✓ এটি একটি অতি-গোপনীয় নাম্বার যা হিসাব খোলার পর গ্রাহক নিজে নির্ধারণ/সেট করেন এবং পরবর্তীতে এমএফএস হিসাবের মাধ্যমে সব ধরণের লেনদেন পরিচালনার জন্য এই পিন বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

৪.১.১০. মার্চেন্ট হিসাব কী?

- ✓ ডিজিটাল পদ্ধতিতে (ই-মানির মাধ্যমে) পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করার লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যবসায়ী/মার্চেন্ট তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে মার্চেন্ট হিসাব খুলতে পারেন। মার্চেন্ট হিসাব খুলে একজন খুচরা ব্যবসায়ী সহজেই একজন গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করতে পারেন। এর ফলে উভয় পক্ষ নগদ অর্থ বহন ও লেনদেনের ঝুঁকি এড়াতে পারেন।

৪.১.১১. ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাব কী?

- ✓ এটি ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র পণ্য বা সেবা বিক্রেতাগণের জন্য একটি বিশেষ ধরণের হিসাব।
- ✓ ব্যক্তির এনআইডি এবং ব্যবসার প্রমাণের বিপরীতে এ ধরণের হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে।
- ✓ এ হিসাবের মাধ্যমে খুচরা গ্রাহকের ব্যক্তিক মোবাইল হিসাব হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করা এবং একই হিসাব হতে পাইকারী সরবরাহকারীগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।
- ✓ তবে নিয়মিত মার্চেন্ট হিসাবধারীগণ এই ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব খুলতে পারবেন না।

৪.১.১২. ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাবধারীগণ কি নিজ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সাধারণ মোবাইল হিসাব খুলতে/চালু রাখতে পারবেন?

- ✓ হ্যাঁ পারবেন।

৪.১.১৩. এমএফএস হিসাব এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী কী?

- ✓ এমএফএস হিসাব সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের পিন/পাসওয়ার্ড/কোড অন্য কোন ব্যক্তিকে না জানানো বা শেয়ার না করা। কোন প্রোভাইডার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কোন অবস্থাতেই গ্রাহকের

নিকট পিন/পাসওয়ার্ড অথবা ফোনে প্রেরিত কোন ধরণের কোড নম্বর জানতে চাইবে না। ফোনে বা অন্য কোন মাধ্যমে পিন/পাসওয়ার্ড/কোড জানতে চাওয়া সন্দেহজনক এবং এই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

- ✓ গিফট/লটারি প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোন কল বা মেসেজ প্রতারক কর্তৃক করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত থাকতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই ফোনে প্রেরিত কোন ধরনের নম্বার/কোড কাউকে বলা যাবে না;
- ✓ গ্রাহক কর্তৃক শুধুমাত্র ইউএসএসডি পদ্ধতিতে (ফোন কল বা অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়) নির্দিষ্ট সময় পরপর নিজ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের পিন/পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে।
- ✓ প্রতারণার শিকার হয়েছেন মর্মে সন্দেহ হওয়া মাত্রই গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট প্রোভাইডারের কল সেন্টার বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ করতে হবে।

৪.১.১৪. এমএফএস একাউন্টে কি বিদেশ হতে আসা রেমিটেন্সের অর্থ জমা করা যায়?

- ✓ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ হতে আসা রেমিটেন্সের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় MFS একাউন্টে জমা করা যায়।

৪.১.১৫. একজন গ্রাহক এমএফএস হিসাবে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন[৬৩]?

- ✓ একজন গ্রাহক MFS একাউন্টে দিনে সর্বোচ্চ ৫ বারে সর্বমোট ৩০,০০০ টাকা জমা এবং ৫ বারে সর্বমোট ২৫,০০০ উত্তোলন করতে পারবেন;
- ✓ মাসে সর্বোচ্চ ২৫ বারে সর্বমোট ২,০০,০০০ টাকা জমা ও সর্বোচ্চ ২০ বারে সর্বমোট ১৫০,০০০ উত্তোলন করতে পারবেন;
- ✓ নিজ MFS একাউন্ট হতে দিনে ২৫,০০০ ও মাসে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা অন্য গ্রাহকের MFS একাউন্টে ট্রান্সফার করতে (P2P) পারবেন;
- ✓ নিজ MFS একাউন্টে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা ব্যালেন্স রাখতে পারবেন।

৪.১.১৬. এমএফএস সেবার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকলে গ্রাহক কোথায় যোগাযোগ করবে?

MFS সেবার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে গ্রাহক সেটা সংশ্লিষ্ট MFS সেবাদানকারীকে (হটলাইনে ফোন করে/ইমেইল করে/এ্যাপ এর মাধ্যমে) অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী দ্রুততম সময়ে বিষয়টি নিস্পত্তি করবে।

কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিস্পত্তি না হলে গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন[৬৪]।

৪.২. ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

৪.২.১. Bangladesh Automated Cheque Processing System (BACPS)

৪.২.১.১. BACH কী?

- ✓ BACH হচ্ছে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, যেখানে দু'ধরণের আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিস্পত্তি করা হয়। একটি হল বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), যার মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক চেক ক্লিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরটি হল বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) যার মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনসমূহ পরিচালিত হয়।

৪.২.১.২. চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য গ্রাহককে কোন চার্জ[৬৫] পরিশোধ করতে হয় কি?

চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য চেকের প্রাপককে নিম্নোক্ত হারে চার্জ পরিশোধ করতে হয় ঃ

---

[৬৩] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রযোজ্য লেনদেন সীমা সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

[৬৪] ৫ নং অধ্যায়ের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

[৬৫] চেক ক্লিয়ারিং এর চার্জ/ফি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে তথ্য প্রদান করতে হবে।

- ✓ চেকে টাকার অংক ৫০,০০০ বা এর বেশি কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার নিচে হলে চেকটি ক্লিয়ারিং এর জন্য ভ্যাটসহ মোট ১০ টাকা;
- ✓ চেকে টাকার অংক ৫ লক্ষ বা এর বেশি হলে চেকটি Regular Value ক্লিয়ারিং সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত হলে ভ্যাটসহ ২৫ টাকা;
- ✓ চেকে টাকার অংক ৫ লক্ষ বা এর বেশি হলে চেকটি High Value ক্লিয়ারিং সেশনে উপস্থাপিত হলে ভ্যাটসহ মোট ৬০ টাকা;
- ✓ এছাড়া, ৫০,০০০ টাকার নিচে চেক এবং সকল ধরণের G2P/P2G অর্থাৎ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দেয়া সরকারি চেক, সরকারি পাওনার বিপরীতে কিংবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার বিভিন্ন পাওনার বিপরীতে অথবা ইউটিলিটি বিলের বিপরীতে প্রদত্ত চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য কোন চার্জ পরিশোধ করতে হয় না।

৪.২.১.৩. High Value (HV) এবং Regular Value (RV) চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

- ✓ High Value: ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যমানের চেক বা পরিশোধ দলিল যা একই কর্মদিবসে ব্যাংকিং সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়।
- ✓ Regular Value: যে কোন মূল্যমানের চেক বা পরিশোধ দলিল যা একই কর্মদিবসে ব্যাংকিং সময়সীমার পরে নিষ্পত্তি হয়।

৪.২.১.৪. Regular Value ক্লিয়ারিং কী?

- ✓ Regular Value ক্লিয়ারিং হচ্ছে BACPS এর আওতায় প্রদত্ত একটি চেক ক্লিয়ারিং সেবা, যাতে যে কোন অংকের চেক উপস্থাপিত হতে পারে। বর্তমান সময় অনুসারে Regular Value ক্লিয়ারিং -এ চেক উপস্থাপনের সর্বশেষ সময় দুপুর ১২.৩০ টা এবং এর রিটার্ন কাট অফ ও চেক নিষ্পত্তি (Settlement) এর সময় বিকাল ৫.০০ টা। ফলে, উক্ত সময়ের পরে চেকের প্রাপকের হিসাবে চেকের টাকা জমা করা হয়ে থাকে।

৪.২.১.৫. High Value ক্লিয়ারিং কি?

- ✓ যখন ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের চেক ক্লিয়ারিং করা হয়ে থাকে তখন তাকে High Value Clearing ক্লিয়ারিং বলে। High Value ক্লিয়ারিং এর ক্ষেত্রে চেক উপস্থাপনের সর্বশেষ সময় দুপুর ১২.০০ টা এবং চেক রিটার্ন নিষ্পত্তি (Settlement) এর সময় বিকাল ৩.০০ টা। ফলে, চেক প্রাপকের হিসাবে একই দিনে ৩.০০ টার পরে চেকের টাকা জমা হয়ে থাকে।

৪.২.১.৬. MICR চেক কী?

- ✓ Magnetic Ink Character Recognition (MICR) চেক হচ্ছে বিশেষ ধরণের লেখার হরফ যা মেশিনে পড়া যায় (Machine readable)। বর্তমান চেকগুলোতে কিছু তথ্য এই হরফে মুদ্রিত থাকে যা চেককে স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার উপযোগী হতে সহায়তা করে। নতুন এ চেকগুলোতে বিশেষ ধরণের কাগজ, নির্ধারিত নকশা ও মাত্রা, জলছাপ, ক্ষুদ্রাকৃতির মুদ্রণ, মোচনীয় কালি, অদৃশ্য মোচনীয় আলট্রা ভায়োলেট কালি, MICR কোড লাইন এবং কেমিক্যাল সংবেদনশীলতা ইত্যাদি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

৪.২.১.৭. ক্লিয়ারিং হাউসে কি MICR চেক ছাড়া অন্য কোন চেক গ্রহণ করা হয়?

- ✓ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসে MICR চেক ছাড়া অন্য কোন চেক/পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট গ্রহণ করা হয় না।

৪.২.১.৮. গ্রাহক সম্মতি (Positive pay) কী?

- ✓ কোন গ্রাহক উচ্চ মূল্যের চেক ইস্যু করলে, চেকের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঐ গ্রাহকের সম্মতি গ্রহণের পদ্ধতি/প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'গ্রাহক সম্মতি' বা Positive pay।

- ✓ সাধারণত প্রতিষ্ঠানের একাউন্টের জন্য এক লক্ষ টাকা বা বেশি অংক এবং ব্যক্তি একাউন্টে পাঁচ লক্ষ টাকা ও তার বেশি টাকার চেক পরিশোধের ক্ষেত্রে Positive pay গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৪.২.১.৯. কী কী কারণে চেক ফেরত দেয়া হয়?

বিভিন্ন কারণে চেক ফেরত দেয়া হতে পারে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) চেক ইস্যুকারীর হিসাবে অপর্যাপ্ত টাকা;
(খ) কথায় ও অংকে চেকের মূল্যমানের ভিন্নতা;
(গ) আগাম (ভবিষ্যতের তারিখ যুক্ত) চেক/তারিখ বিহীন চেক;
(ঘ) মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক;
(ঙ) চেক ইস্যুকারীর (হিসাবধারীর) স্বাক্ষর না মেলা;
(চ) চেক ইস্যুকারী (হিসাবধারী) কর্তৃক চেক পরিশোধ স্থগিত করা হলে;
(ছ) চেক ইস্যুকারীর হিসাব বন্ধ/ব্লকড/সুপ্ত থাকা;
(জ) চেকে মুদ্রিত/লিখিত নাম/হিসাব নম্বর/মূল্যমান/তারিখ এর ঘষামাজা ও পরিবর্তন করা;
(ঝ) পরিশোধের এ্যাডভাইস না পাওয়া ইত্যাদি।

৪.২.১.১০. চেক জালিয়াতির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত বলে প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

- ✓ চেক জাল করে গ্রাহকের হিসাব হতে অর্থ জালিয়াতি বা প্রতারণার ঘটনায় ব্যাংকের নিজস্ব তদন্তে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের এতদ্‌সংক্রান্ত দাবি পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

৪.২.২. Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)

৪.২.১.১১. BEFTN কী?

- ✓ BEFTN অর্থ বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর গ্রাহক ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন।

৪.২.১.১২. ইএফটি এর উপকারিতা/সুবিধাসমূহ কী?

- ✓ ইএফটির মাধ্যমে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় ধরণের ইলেকট্রনিক নির্দেশনা প্রদান করা যায় যা প্রত্যহ দুইটি সেশনে নিস্পত্তি করা হয়। ইএফটি লেনদেনের খরচ, সময় এবং সম্পদ সংরক্ষণকারী একটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতি যা আবর্তিত বা বার বার অর্থ পরিশোধের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতিটি পরিচালন ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস করে এবং একই সাথে সার্বিকভাবে পরিশোধ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৪.২.১.১৩. BEFTN এর মাধ্যমে কোন কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়?

- ✓ BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের নিজের ব্যাংক হিসাব হতে অন্য যে কোন ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে টাকা পাঠাতে পারেন; প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা পরিশোধ করা যায়; গ্রাহকের একাউন্টে সরাসরি ডিভিডেন্ড, ইন্টারেস্ট প্রভৃতি জমা করা যায় এবং গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হতে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল, ঋণের কিস্তি, বিমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি আদায়, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও আসল পরিশোধ করা যায়।

৪.২.১.১৪. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনের পদ্ধতি কী?

- ✓ BEFTN এর মাধ্যমে ক্রেডিট ও ডেবিট দু'ধরনের লেনদেন সম্পাদন করা যায়। একজন গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য কিংবা একজন গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। গ্রাহকের নির্দেশ অনুসারে তার নিজের একাউন্টের টাকা ক্রেডিট লেনদেনের

মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে জমা হয়। অপরদিকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা ডেবিট লেনদেনের মাধ্যমে নিজের একাউন্টে জমা করা যায়।

- ✓ তবে কেবলমাত্র কর্পোরেট গ্রাহকগণই ডেবিট লেনদেনের নির্দেশ দিতে পারে।

৪.২.১.১৫. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে নির্দেশ প্রদানের উপায় কী?

- ✓ ব্যাংকের যে শাখায় গ্রাহকের একাউন্ট রয়েছে সেই শাখায় গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে ক্রেডিট লেনদেনের আওতায় টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া যায়। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।
- ✓ এছাড়া, ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও BEFTN ব্যবস্থায় টাকা লেনদেনের নির্দেশ রাখা যায়।
- ✓ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, স্কিম এর কিস্তি বা বিমা প্রিমিয়াম নিয়মিত ভিত্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকের এককালীন সম্মতির প্রেক্ষিতে নিয়মিত ইএফটি ডেবিট লেনদেন সম্পাদিত হতে পারে।

৪.২.১.১৬. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে কী পরিমান সময় লাগে?

- ✓ BEFTN এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য দিবসের যে কোন সময়ে গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানোর কিংবা অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগ্রহের নির্দেশ পাঠাতে পারেন। গ্রাহকের নির্দেশনা অনুসারে তার পরের দিন অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা হয় কিংবা অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগৃহীত হয়ে নিজের একাউন্টে জমা হয়।

৪.২.১.১৭. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে কি কোন চার্জ দিতে হয়?

- ✓ BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে কোন চার্জ দিতে হয় না।

৪.২.১.১৮. কতগুলো ব্যাংক BEFTN এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সেবা দিচ্ছে?

- ✓ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক BEFTN এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অর্থ লেনদেন সেবা দিয়ে থাকে।

৪.২.১.১৯. BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে সমস্যা হলে গ্রাহক কোথায় এর প্রতিকার পাবেন?

- ✓ BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে সমস্যা হলে গ্রাহক নিজের ব্যাংক/ব্যাংকের শাখায় অভিযোগ করবেন। এতে সমাধান পাওয়া না গেলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক এর ইমেইল gm.psd@bb.org.bd এ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

৪.২.৩. National Payment Switch Bangladesh (NPSB)

৪.২.৩.১. NPSB কী?

- ✓ NPSB এর অর্থ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ। এটি আন্তঃব্যাংক কার্ডভিত্তিক ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে। NPSB এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের ATM হতে টাকা তুলতে পারেন; এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের POS টার্মিনালের মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন; ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক নিজের একাউন্ট/কার্ড থেকে অন্য গ্রাহকের ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডারকে টাকা পাঠাতে পারেন।

৪.২.৩.২. ইন্টার-অপারেবল ATM কী?

- ✓ ATM মানে অটোমেটেড টেলার মেশিন, যেখানে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজের একাউন্ট হতে নগদ টাকা তুলতে পারে। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের ATM গুলো ইন্টার অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের ATM ছাড়াও অন্য ব্যাংকের ATM হতে নগদ টাকা তুলতে পারেন; ব্যালেন্স অনুসন্ধান করতে পারেন এবং mini statement প্রিন্ট নিতে পারেন।

৪.২.৩.৩. নিজ ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ[৬৬] কত?

- ✓ নিজ ব্যাংকের ATM এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহে কোন চার্জ প্রদান করতে হয় না।

৪.২.৩.৪. অন্য ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ কত?

- ✓ অন্য ব্যাংকের ATM এ প্রতি নগদ উত্তোলনে চার্জ ১৫ টাকা। ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ ৫ টাকা।

৪.২.৩.৫. ATM-এ সর্বোচ্চ কত টাকা উঠানো যায়?

- ✓ গ্রাহকের হিসাবের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন ব্যাংকের ATM এ টাকা উঠানোর সীমা ভিন্ন ভিন্ন। তবে, সাধারণত ATM হতে প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং দিনে সর্বোচ্চ ৫টি লেনদেনে ৫০,০০০/- টাকা নগদ উঠানো যায়।

- ✓ তবে COVID-19 এর সময়ে ATM হতে নগদ অর্থ টাকা তোলার সর্বোচ্চ সীমা (ন্যূনতম) নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা।

৪.২.৩.৬. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল ATM লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে?

- ✓ NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ৫৪ টি ব্যাংক ইন্টারঅপারেবল ATM লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে।

৪.২.৩.৭. ইন্টার-অপারেবল POS কী?

- ✓ POS মানে পয়েন্ট অব সেলস, যার মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের সাহায্যে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের POS গুলো ইন্টার-অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের POS ছাড়াও অন্য ব্যাংকের POS এর মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

৪.২.৩.৮. POS লেনদেনে কি গ্রাহককে কোন চার্জ দিতে হয়?

- ✓ POS লেনদেনে গ্রাহককে কোন চার্জ দিতে হয় না।

৪.২.৩.৯. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল POS লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে?

- ✓ NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ৫৩টি ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল POS লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে।

৪.২.৩.১০. IBFT কি? এর সুবিধা কী?

- ✓ IBFT হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার।

- ✓ এ ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের গ্রাহক নিজের একাউন্ট/কার্ড থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে/কার্ডে টাকা পাঠাতে পারেন।

৪.২.৩.১১. IBFT লেনদেনে সর্বোচ্চ কত টাকা পাঠানো[৬৭] যায়?

IBFT-তে লেনদেনের সীমা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

[৬৬] চার্জ/ফি বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালার আলোকে তথ্য প্রদান করতে হবে।

[৬৭] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লেনদেনের নির্ধারিত সীমা উল্লেখ করতে হবে। এখানে ২০২১ সাল নাগাদ তথ্য দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত হিসাব/কার্ড হতে			প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব হতে		
দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা
৫,০০,০০০/- টাকা	১,০০,০০০/- টাকা	১০টি	১০,০০,০০০/- টাকা	২,০০,০০০/- টাকা	২০টি

৪.২.৩.১২. NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল IBFT লেনদেনে যুক্ত রয়েছে?

- ✓ NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ২৮টি ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল IBFT লেনদেনে যুক্ত রয়েছে।

৪.২.৩.১৩. পেমেন্ট কার্ড কী?

- ✓ পেমেন্ট কার্ড হচ্ছে একটি পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট যার মাধ্যমে উক্ত প্লাস্টিক কার্ডের মালিক পণ্য/সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন, ATM/POS ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন।

৪.২.৩.১৪. পেমেন্ট কার্ড কত প্রকার ও কী কী?

- ✓ বর্তমানে বাজারে নিম্নলিখিত ৩ ধরনের পেমেন্ট কার্ড প্রচলিত রয়েছে: ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এবং প্রিপেইড কার্ড।

৪.২.৩.১৫. ক্রেডিট কার্ড কী?

- ✓ ক্রেডিট কার্ড এক প্রকারের পেমেন্ট কার্ড যার মাধ্যমে উক্ত কার্ডের মালিক পরবর্তীতে নিদিষ্ট তারিখে সমন্বয়যোগ্য ঋণের ভিত্তিতে বর্তমানে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন।

৪.২.৩.১৬. ডেবিট কার্ড কী?

- ✓ ডেবিট কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড, যা গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে ইস্যু করা হয় এবং গ্রাহক হিসাব থেকে সরাসরি অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন পরিচালনার সুবিধা প্রদান করে।

৪.২.৩.১৭. প্রিপেইড কার্ড কী?

- ✓ প্রিপেইড কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমাকরণের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই জাতীয় কার্ড গ্রহণের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রাহকের হিসাব থাকার আবশ্যকতা নেই।

৪.২.৩.১৮. Dual Currency কার্ড কী?

- ✓ Dual Currency কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড যার মাধ্যমে দুই ধরণের মুদ্রায় (দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায়) লেনদেন পরিচালনা করা যায় এবং এই কার্ড দেশে এবং দেশের বাইরে ব্যবহারযোগ্য।

৪.২.৩.১৯. কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট কি?

- ✓ কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট একটি পেমেন্ট পদ্ধতি যার মাধ্যমে গ্রাহকরা Near Field Communication (NFC) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে Acquiring যন্ত্রসমূহে নির্দিষ্ট দূরত্ব হতে কার্ড ট্যাপ করে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন। কন্ট্যাক্টলেস সুবিধাসম্পন্ন কার্ডটি NFC কার্ড বা কন্ট্যাক্টলেস কার্ড হিসাবেও পরিচিত এবং কার্ডের উপরে তরঙ্গ সদৃশ প্রতীক (wave-like symbol) দেখে এই ধরনের কার্ড চিহ্নিত করা যায়।

৪.২.৩.২০. কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট এর লেনদেনের সীমা কত?

- ✓ বর্তমানে NFC সুবিধাযুক্ত কন্ট্যাক্টলেস কার্ডে প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ৮৫,০০০/-(টাকা পাঁচ হাজার মাত্র)।

৪.২.৩.২১. CNP লেনদেন কি?

- ✓ কার্ড-নট-প্রেজেন্ট (CNP) এক ধরণের কার্ড ভিত্তিক লেনদেন যার মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতার সরাসরি উপস্থিতি ছাড়াই দুরবর্তী স্থান হতে লেনদেন সম্পাদন করতে পারেন। ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ই-কমার্স এর অর্থ পরিশোধ, কার্ড-নট-প্রেজেন্ট (CNP) লেনদেনের একটি সাধারণ উদাহরণ।

৪.২.৩.২২. QR-কোড ভিত্তিক পেমেন্ট কী?

- ✓ কুইক রেসপন্স (QR) কোড যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠযোগ্য সংকেত সম্বলিত একটি ছবি, যা স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করা যায় এবং তা লেনদেন সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

৪.২.৩.২৩. QR-কোড কত প্রকার ও কী কী?

- ✓ QR-কোড ০২ (দুই) প্রকারের। সেগুলো হলোঃ Static QR ও Dynamic QR।

৪.২.৩.২৪. Static QR কী?

- ✓ Static QR-কোডে পরিশোধের মূল্যমান ব্যতীত পরিশোধ সম্পর্কিত অন্যান্য সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক QR-কোড স্ক্যান করার পর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে পণ্য/সেবার মূল্য বাবদ প্রদেয় টাকার পরিমাণ নিবেশপূর্বক পরিশোধ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

৪.২.৩.২৫. Dynamic QR কী?

- ✓ Dynamic QR-কোডে প্রতিটি লেনদেনের মূল্যমানসহ পরিশোধ সম্পর্কিত সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে QR-কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট সম্পর্কিত অন্য কোন তথ্য নিবেশ ব্যতিরেকেই পরিশোধ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেতে পারেন।

৪.২.৩.২৬. Bangla QR কী?

- ✓ দেশের QR-কোড ভিত্তিক খুচরা লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিন্নতা এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি সুবিধা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সম্প্রদায় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় QR-কোড মানদণ্ডটি (Standard) Bangla QR নামে পরিচিত।

৪.২.৪. Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)

৪.২.৪.১. ব্যাংক ও MFS ছাড়া আর কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

- ✓ ব্যাংক ও MFS ছাড়া আরও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে থাকে। যথা: Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)।

৪.২.৪.২. PSO কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

- ✓ PSO মানে পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর বা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী। PSO প্রধানতঃ Payment Gateway সার্ভিস প্রদান করে, যার সাহায্যে ই-কমার্স উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য/সেবা মূল্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া কিছু PSO এর অবকাঠামো ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো কার্ড ও ATM লেনদেন পরিচালনা করে।

৪.২.৪.৩. PSO ব্যবসায় পরিচালনার পূর্বশর্ত কী?

- ✓ PSO ব্যবসা পরিচালনার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

৪.২.৪.৪. বাংলাদেশে PSO হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা[৬৮]?

- ✓ বর্তমানে আইটি কনসালটেন্ট লিমিটেড, এসএসএল কমার্স লিমিটেড, সূর্যমুখী লিমিটেড, প্রগতি সিস্টেমস লিমিটেড এবং পোটোনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স নিয়ে PSO হিসেবে কাজ করছে।

৪.২.৪.৫. PSP কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

- ✓ PSP মানে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার বা পরিশোধ সেবাদানকারী। PSP প্রদত্ত সেবা e-wallet সেবা নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট সেবাদানকারীর সাথে একাউন্ট খোলার মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংক একাউন্ট হতে e-wallet-এ টাকা এনে অনলাইন কেনাকাটা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টিউশন ফি পরিশোধ ইত্যাদি লেনদেন করতে পারে।

৪.২.৪.৬. PSP ব্যবসা পরিচালনার পূর্বশর্ত কী?

- ✓ PSP ব্যবসা পরিচালনার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

৪.২.৪.৭. বাংলাদেশে PSP ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা[৬৯]?

- ✓ বর্তমানে দেশে আই-পে সিস্টেমস লিমিটেড, ডি মানি বাংলাদেশ লিমিটেড, রিকারশন ফিনটেক লিমিটেড এবং গ্রিণ এন্ড রেন টেকনোলজি লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স নিয়ে PSP সেবা দিচ্ছে।

৪.২.৪.৮. কিভাবে PSP এবং PSO লাইসেন্স পাওয়া যায়?

- ✓ প্রথম ধাপে PSP এবং PSO লাইসেন্স পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে তাদের ব্যবসায়িক ধারণাপত্র ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগে জমা দিতে হয়। দাখিলকৃত কারিগরি ও ব্যবসায়িক দলিলপত্র পর্যালোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সন্তোষজনক মনে করলে তাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনাপত্তি পত্র (NOC) প্রদান করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বাস্তবায়ন সাপেক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়ে থাকে।

৪.২.৫. Real Time Gross Settlement (RTGS)

৪.২.৫.১. BD-RTGS সিস্টেম কী?

- ✓ BD-RTGS সিস্টেম অর্থ বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম। এটি অর্থ লেনদেনের সবচেয়ে দ্রুত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। এই লেনদেন ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে) এক ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানো যায়।

৪.২.৫.২. BD-RTGS সিস্টেমে কী কী ব্যাংকিং সুবিধা আছে?

- ✓ RTGS ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের গ্রাহক অপর ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ লেনদেন করতে পারেন। সরকারি কোষাগারে দ্রুত অর্থ প্রদান এবং অর্থ প্রাপ্তির পর মেসেজের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় বিধায় বিভিন্ন ধরণের সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা RTGS সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। RTGS ব্যবস্থায় বর্তমানে কাস্টমস ডিউটির ই-পেমেন্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন ভ্যাট পেমেন্ট এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অটোমেটিক চালান সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে।

৪.২.৫.৩. বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক হতে BD-RTGS এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সম্ভব?

- ✓ বাংলাদেশে পরিচালিত ৫৯ টি তফসিলী ব্যাংকের ১১,৫০০ শাখার মধ্যে ১০,৫১৯টি শাখা হতে BD-RTGS এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা সম্ভব।

---

[৬৮] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
[৬৯] সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৪.২.৫.৪. BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত টাকা লেনদেন করতে পারেন?

- ✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন অংকের টাকা লেনদেন করতে পারেন।

৪.২.৫.৫. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে সর্বোচ্চ চার্জ কত?

- ✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় যিনি টাকা পাঠান তাঁকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) চার্জ করা হয়।

৪.২.৫.৬. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর সময়সীমা কী?

- ✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কার্যদিবসে তার হিসাবে সকাল ১০.০০ টা হতে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে গ্রাহক লেনদেন নির্দেশ পাঠানোর পর তাৎক্ষণিক (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে) প্রাপক টাকা পান।

৪.২.৫.৭. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর পদ্ধতি কী?

- ✓ ব্যাংকের যে শাখায় গ্রাহকের একাউন্ট রয়েছে সেটিতে BD-RTGS সুবিধা থাকলে গ্রাহক শাখায় গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর নির্দেশ দিবেন। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনা অনুসারে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। তবে, কিছু ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও অনলাইনে BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে।

৪.২.৫.৮. টাকা পাঠানোর জন্য গ্রাহক কী কী তথ্য প্রদান করবেন?

- ✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর জন্য গ্রাহক প্রাপকের নাম, প্রাপকের ব্যাংক এবং শাখার নাম, টাকার পরিমাণ ও টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তথ্য ব্যাংক কে প্রদান করবেন।

৪.২.৫.৯. BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে বিলম্ব হলে কিংবা ব্যর্থ হলে গ্রাহক কিভাবে এর সমাধান পাবেন?

- ✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে বিলম্ব/ব্যর্থ হলে গ্রাহক নিজের ব্যাংক/ব্যাংকের শাখায় অভিযোগ করবেন। এতে সমাধান পাওয়া না গেলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক এর ইমেইল gm.psd@bb.org.bd এ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

অধ্যায়-৫: আর্থিক সেবা বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন

৫.১. আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া

৫.১.১. ব্যাংকিং সেবা পেতে কোনো সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে করণীয় কী?

- **প্রথম ধাপ:** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা সংশ্লিষ্ট অফিসার বা শাখা ব্যবস্থাপক এর নিকট মৌখিক অথবা লিখিত অভিযোগ করা;
- **দ্বিতীয় ধাপ:** শাখায় অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল। প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- **তৃতীয় ধাপ:** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমস্যার সমাধান না হলে বা সমাধানে গ্রাহক সুবিচার না পেলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর 'গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে' অভিযোগ দাখিল। অভিযোগপত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শাখার নামসহ গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর এবং অন্যান্য প্রমাণাদিসহ অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৫.১.২. তফসিলি ব্যাংক এর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী?

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক এর হটলাইন নম্বর **১৬২৩৬** এ সরাসরি ডায়াল করে (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০টা হতে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত);
- ✓ bb.cipc@bb.org.bd ঠিকানায় ইমেইল করে;
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এর অভিযোগ বক্সে;
- ✓ BB Complaints নামীয় মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে অথবা
- ✓ পত্র মারফত নিম্ন ঠিকানায়:

মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৫.২. ভোক্তার ক্ষমতায়ন

৫.২.১. আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না যাচাই করে নিতে হবে;
- ❖ অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করা যাবে না;
- ❖ ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় পিন/পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে;
- ❖ কাউকে ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না;
- ❖ ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোন দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে;

- ❖ গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে বা ঋণের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী/নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে ;
- ❖ ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোন ধরণের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার জেনারেটেড) যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে;
- ❖ অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী;
- ❖ সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ফেসবুক)/মোবাইল/ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/বিদেশ হতে গিফট বা পার্সেল প্রেরণের প্রস্তাব, চাকুরী দেয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব, লটারির পুরস্কার ও অলৌকিক ধন-সম্পদ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই একাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরণ অথবা মোবাইল ওয়ালেট এর গোপনীয় তথ্য অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর পিন বা পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না;
- ❖ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য (পিন/পাসওয়ার্ড) অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ব্যাংকিং এর কাস্টমার কেয়ার থেকে কখনোই গ্রাহকের কাছে এসব তথ্য চাওয়া হয় না;
- ❖ বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং করে না। এ ধরণের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

৫.২.২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

- ❖ হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ গ্রহণ বা এ ধরনের কাজে সহায়তাকরণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- ❖ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স আনয়নের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সরকার ঘোষিত আকর্ষণীয় প্রণোদনা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ আছে।
- ❖ বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশনস) লঙ্ঘন, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রা (বিটকয়েন, লিটকয়েন, নেমকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরো ইত্যাদি)-এর অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরণের লেনদেন অনুমোদিত নয় বিধায় এ কার্যক্রমে প্রতারণার শিকার হলে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।
- ❖ ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার প্রয়াসে আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানিলন্ডারিং অপরাধ। এছাড়া, বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ পাচার বা এ ধরনের কাজে সহায়তা করাও মানিলন্ডারিং অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কে info.bfiu@bb.org.bd ইমেইল ঠিকানায় অবহিত করে প্রতিকার লাভ করার সুযোগ রয়েছে।
- ❖ উপরোল্লিখিত বেআইনি কর্মকান্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটন বা সংঘটনে সহযোগিতার জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী অর্থদন্ডসহ সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ড এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মৃত্যুদন্ড-এর বিধান রয়েছে।
- ❖ ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদসহ সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

সংযুক্তি - ‘ক’

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীর পূরণীয় ফরম

		নির্দেশনা
নাম		
বয়স		(সঠিক জানা না থাকলে আনুমানিক)
জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
জেন্ডার	নারী/ পুরুষ/ ৩য় লিঙ্গ	(√ দিন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রাথমিক/ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ তদুর্ধ	(√ দিন)
পেশা	ছাত্র/ ব্যবসা/ চাকুরী/ গৃহিণী/ ফ্রিল্যান্সার/ অন্যান্য	(√ দিন)
মাসিক আয়		(আনুমানিক)
মাসিক ব্যয়		(আনুমানিক)
নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখেন কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
ব্যক্তিগত মোবাইল আছে কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
ব্যাংক হিসাব আছে কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব আছে কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কে জানেন কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
সঞ্চয় করা হয় কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
কোথায় সঞ্চয় করা হয়?	নিজের কাছে/ ব্যাংকে/ মোবাইল একাউন্টে/ এনজিওতে/ স্থানীয় সমিতি/ অন্যান্য	অন্যান্য মাধ্যম হলে তার নাম ও বিস্তারিত
সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন বোঝেন কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
কখনো ঋণ গ্রহণ করেছেন কি?	হ্যাঁ/ না	(√ দিন)
কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?	আত্মীয়/ ব্যাংক/ বিকাশ/ এনজিও/ স্থানীয় সমিতি/ অন্যান্য	অন্যান্য মাধ্যম হলে তার নাম ও বিস্তারিত

এটিএম বুথ এর ব্যবহার জানেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
এটিএম বুথ ব্যবহার করেছেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে জানেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
ইন্টারনেট ব্যবহার করেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
অনলাইনে কেনাকাটা করেছেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
অনলাইন ব্যাংকিং সম্পর্কে আগে জানতেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নতুন কোনো তথ্য জানতে পেরেছেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আপনার কোনো উপকার হয়েছে বলে মনে করেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর আপনি কোনো আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন কি?	হ্যাঁ/ না					(√ দিন)
কী ধরণের আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন?						
আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা মূল্যায়নঃ						
আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা আপনার জিজ্ঞাসার/প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ/না					(√ দিন)
জবাবে/উত্তরে আপনি সন্তুষ্ট কি?	হ্যাঁ/না	অত্যন্ত সন্তুষ্ট	মোটামুটি	কিছুটা সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট নই	(√ দিন)
		৫	৪	৩	১	
যে বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আর্থিক সাক্ষরতা কমকর্তার দক্ষতা আছে বলে মনে করেন কি?	হ্যাঁ/না	অত্যন্ত দক্ষ	মোটামুটি দক্ষ	তেমন দক্ষ নয়	দক্ষ নয়	(√ দিন)
		৫	৪	৩	১	
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আর কী ধরণের সেবা পেতে চান?						
অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার সার্বিক মন্তব্য (যদি থাকে) লিখুন						

সংযুক্তি-'খ'

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয় মূল্যায়ন ফরম

(উত্তর সংক্ষেপ ও সুনির্দিষ্ট হবে)

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর	
পদনাম	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
কর্মসূচি স্থলের ঠিকানা (শাখা/উপশাখা/অন্যান্য ইউনিট)	
কর্মসূচির শিরোনাম (যদি থাকে)	
কর্মসূচি/অনুষ্ঠানের ধরণ	
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
অনুষ্ঠানে আলোচিত কোন বিষয়টি অংশগ্রহণকারীরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছে বলে আপনার মনে হয়েছে?	
অনুষ্ঠান আয়োজনে ও অনুষ্ঠানকালে কী কী চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হয়েছেন?	
এই অনুষ্ঠান কিভাবে আয়োজন করলে ফলপ্রসু হত বলে আপনি মনে করেন?	
অনুষ্ঠানের কোন অংশ বেশি কার্যকরী বলে আপনি মনে করেন?	
অনুষ্ঠানকে গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসু করতে এই নির্দেশিকার অতিরিক্ত আর কী পন্থা/পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?	
অনুষ্ঠানের সময় বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল বলে মনে করেন কী?	
আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে করণীয় কী আছে বলে আপনি মনে করেন?	
সার্বিক মন্তব্য (যদি থাকে)	

INTERNATIONAL LEASING AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

A Financial Institution that Cares

DR Tower (13th Floor), 65/2/2, Bir Protik Gazi Golam Dostogir Road
Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel: + 880-2-223381228, 223353485, Fax: +880-2-223381227, www.ilfsl.com

INTERNATIONAL LEASING SECURITIES LIMITED

YOUR MONEY MANAGER

Hossain Tower (1st Floor), 116, Bir Protik Gazi Golam Dostogir Road
(Culvert Road) Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel: + 88-02-9344093, Fax: +880-2-9343841, www.ilfslbd.com

IL CAPITAL LIMITED

YOUR INVESTMENT MANAGER

Hossain Tower (2nd Floor), 116, Bir Protik Gazi Golam Dostogir Road
(Culvert Road) Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel: + 88-02-58315389, Fax : 02-58315387, www.il-capital.com